ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 November 2021 ■ আগরতলা ২১ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৪ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দৃষ্টিহীনের রক্তদান

দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকর্মী অষ্টমী সূত্রধর ছয়বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শনিবার আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরের ছবি।

আগরতলায় ভোট প্রচারে বাধার মুখে বাবুল সুপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রাজ্যে নির্বাচনি উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। পুর নিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা জায়গায় বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল ও অন্য দলগুলির প্রচার জোরকদমে চলছে। এরই মধ্যে শনিবার বিকাল ও সন্ধ্যায় পৃথক স্থানে তৃণমূলের সভায় হামলা হুজ্জতির অভিযোগ উঠেছে। আগরতলায় রামনগরে প্রচারে যাওয়ার পথে প্রতিরোধের মুখে পড়েন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সদ্য বিজেপি ত্যাগ করা তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয়। সেখানে পুলিশ কোনও রকমে তাকে রক্ষা করেছে। একই দিনে সন্ধ্যায় ইন্দ্রনগরে দলীয় প্রার্থী পান্না দেবের সমর্থনে একটি সভা চলছিল। সেখানেও দুস্কৃতিরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সেখানেও বাবুল সুপ্রিয়কে লক্ষ করে হামলা চালানো হয়। কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছেন। এখানে অবশ্য পান্না দেব আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে খবর।

আগুনের গ্রাসে ব্রু শরণার্থীরা, দামছড়ায় ১৭টি ঘর ভষ্মিভূত, নাশকতার সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সাতসকালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ব্রু শরণার্থী শিবিরে অন্তত ১৭টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা রুখতে লাগোয়া ১১টি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া ব্লকের অন্তর্গত খেদাছড়ায় হামসাপাড়া শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা সকলেই সৌভাগ্যবলে সুরক্ষিত।

পানিসাগরের মহকুমাশাসক রজত পন্ত জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণের কাজ চলছে।

হামসাপাড়া শরণার্থী শিবিরে প্রায় ৪০০ পরিবারের দুই সহস্রাধিক মানুষের বসবাস। আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শিবিরের একটি ঘরে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণের দাবি, প্রায় ১৭টি ঘর অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুন ছড়ানো আটকাতে আরও ১১টি ঘর ভেঙে দাওয়া হয়েছে। একটি ঘরে গ্যাসের সিলিন্ডার ছিল। ওই সিলিন্ডারটি উদ্ধার করায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা গেছে।

দামছড়ায় ব্রু শরণার্থী শিবিরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সতেরটি ঘর।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রায় ২৫ কিমি পথ অতিক্রম করে ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকল বাহিনী। শরণার্থী শিবিরে পৌঁছার রাস্তাটি ভীষণ সরু হওয়ায় ইঞ্জিন নিয়ে দমকল বাহিনীকে পৌঁছতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়েছে। তবে তার আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন আয়ত্বে এনেছেন। অবশ্য, আগুন আয়ত্বে আনতে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এদিকে, ব্রু শরণার্থী সংগঠনের পক্ষ থেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে, সংগঠনের তরফে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে ক্ষতিপূরণের জন্য চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে পানিসাগরের মহকুমাশাসক রজত পন্ত জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণে কাজ চলছে, জানান পন্ত।

ভোট দিয়েছেন ৩,২২৭ জন ভোটকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনের ভোটকর্মীদের ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার রাজ্যের আট জেলাতেই ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ভোট দিয়েছেন ৩ হাজার ২২৭ জন।

এর মধ্যে উত্তর জেলায় ১৮৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৩৮ জন, ধলাই জেলায় ৮১ জন, খোয়াই জেলায় ৯৭ জন, পশ্চিম জেলায় ২,৪৫৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৮৯ জন, গোমতী জেলায় ৬৩ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ভোট দিয়েছেন ১১৫ জন।

'অন আর্মি ডিউটি' লেবেল সাঁটা ট্রাকে উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তে 'অন আর্মি ডিউটি' লেবেল সাঁটা একটি মিনি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার অবৈধ বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে অসমে প্রবেশ করে চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের হাতে বিপুল পরিমাণের বার্মিজ সুপারির সঙ্গে ট্রাক সহ তার চালক ও খালাসিকে আটক করা হয়েছে। অসম পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, আজ শনিবার সকালের দিকে ত্রিপুরা থেকে বিআর ০১ জিএইচ ৮৫১৯ নম্বরের একটি মিনি ট্রাক অসম ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে তার গতিরোধ করেন তাঁরা। ট্রাকের উইন্ডশিল্ড (সামনের কাঁচ)-এ একটি এ-৪ আকারের কাগজে 'অন আর্মি ডিউটি' লেবেল সাঁটা ছিস। সেনাবাহিনীর কাজে নিয়োজিত গাড়ি দেখেও তাকে আটক করে তালাশি চালাল মিন্টু শীলরা। তালাশিতে ট্রাক থেকে ৭৫ বস্তায় তিন হাজার ৭০০ কেজি বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করেন তাঁরা। পুলিশ অফিসার শীল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন না পেয়ে আমবাসায় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে ধরণা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। দু মাস ধরে বেতন বন্ধ আমবাসার অস্থায়ী বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারীদের। পর পর দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় কর্মীরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার কর্মচারীরা অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আমবাসায় ফেডকো সংস্থা অস্থায়ী কর্মচারীদের বিগত দুমাস ধরে বেতন দিচ্ছে না। আমবাসা বিদ্যুৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ে জলাশয়ে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ফটিকরায় চৌমুহনী বাজার এলাকায় রাস্তার পাশের জলাশয় থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত মহিলা ভবঘুরে ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে কোন গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

রাস্তার ধারে একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মাঝবয়সী এক ভবঘুরে মহিলার ক্ষত বিক্ষত দেহ। ঘটনা শনিবার ফটিকরায় থানাধীন চৌমুহনি বাজার এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সকালে ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ী সড়কের পাশে একটি জলাশয়ে মহিলার দেহ পরে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা খবর দেন পুলিশে।

ফটিকরায় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ওসি বিভাষ দাস জানিয়েছেন মৃতদেহের অবস্থা দেখে মৃত্যুর ঘটনাটি সড়ক দূর্ঘটনা বলেই প্রাথমিক অনুমান।

এদিকে স্থানীয়দের কথায় মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন মৃত মহিলা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভবঘুরে মহিলা পুরুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে কিংবা কোন এনজিও এইসব মহিলাদের পুণর্বাসনের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

রাঁধুনির চাকরির দাবিতে স্কুলে তালা দিল জমিদাতার পরিবার

কদমতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। মিড ডে মিলের রাঁধুনির চাকরির দাবিতে স্কুলে তালা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও স্কুল কমিটি। পরবর্তীতে ঘটনাটি মিমাংসার আশ্বাস প্রদানে তালা খুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

ঘটনা কদমতলা ব্লকাধীন দক্ষিণ কদমতলা এস বি স্কুলে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন দক্ষিণ কদমতলা এস বি স্কুল ১৯৯৬ সালে স্থাপিত হয়।তখন সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা স্কুলটি স্থাপনের জন্য ভূমি দান করেছিলেন।তাদের মধ্যে মোবারাক আলীর পরিবারকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল তাদের পরিবারকে স্কুলে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। পরিবারে উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকায় তা আর হয়ে উঠেনি।বর্তমানে বিজেপি জোট সরকার গঠনের পর নতুন এসএমসি কমিটি গঠিত হয়। কিছু দিন পূর্বে উক্ত স্কুলের জয়তুন নেছা নামের এক রাঁধুনি কাজ করবেন না বলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কাজ ছেড়ে দেন।তখন নতুন রাধুনী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে স্কুল কমিটি। ঠিক তখন স্কুলের নামে জমি দানকারী মোবারক আলী সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্কুল কমিটিকে তার পুত্রবধু সায়না বেগমকে রাঁধুনির কাজে নিযুক্ত করা প্রস্তাব রাখেন।

পরবর্তীতে স্কুল কমিটি মিটিং বসে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু জয়তুন নেছা নামে একজন রাঁধুনি কাজ ছেড়ে গিয়েছেন তাহলে উনার সাথে থাকা আরেকজন রাঁধুনি মমতা বেগম বয়স্ক হওয়ায় তাকেও বাধ দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক এসএমসি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেপানিয়ায় জাতীয় সড়কে স্বামীকে মারধর করে স্ত্রীকে অপহরণ, গ্রেপ্তার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ নভেম্বর।। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় শান্তি বাজার মহকুমা অন্তর্গত পতিছড়ি মোড়াসিং পাড়ায় রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এই বৎসর ও এই রাস উৎসব কে কেন্দ্র করে মেলা কমিটি ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ছিলো। দুই বছর করোনা আবহে মানুষ এই মেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। তাই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে লোক সমাগম ঘটে। এই মেলা থেকে গভীর রাতে বাইকে করে স্বামী-স্ত্রী বাইকে চেপে নিজ বাড়ি ফেরার পথে স্বামীকে মারধর করে স্ত্রী কে অপহরণ করার ঘটনায় সন্দেহজনক ভাবে ৩ জনকে আটক করলো রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে পতিছড়ি মোড়াসিং পাড়া মেলা থেকে বাইকে করে উদয়পুর কিল্লা থানাধীন জলেমা বাড়ির বাসিন্দা রানা বাহাদুর জমাতিয়া (২১) এবং তার স্ত্রী আলেনী সকি জমাতিয়া (১৮) বাড়ি ফিরছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উদয়পুর টেপানিয়া এলাকায় আসতেই তাদের পেছনে পেছনে আসা টি আর জিরো-০৪-এ-৩৭০ নাম্বারের একটি মারুতি অল্টো গাড়ি তাদের অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করে আসছিলো। এই অল্টো গাড়িতে থাকা তিন-চার যুবক মিলে প্রথমে তাদের বাইকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বাইকের পেছনে বসে থাকা আলেনী সকি জমাতিয়া বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যাযন। স্ত্রীকে বাঁচাতে তার স্বামী রানা বাহাদুর জমাতিয়া এগিয়ে আসেন।

এই সুযোগে রানা বাহাদুর জমাতিয়াকে এলোপাথাড়ি ভাবে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় শিশু চোর সন্দেহে বহিঃরাজ্যের ৪ সাধু এবং গাড়ি চালককে গণধোলাই দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ নভেম্বর।। শিশু চোর সন্দেহে বহিঃরাজ্যের ৪ সাধু এবং তাঁদের গাড়ি চালককে আটক করে ত্রিপুরায় উত্তম-মধ্যম দিল স্থানীয় জনগণ। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন শান্তিনগর গ্রামে শনিবার সাতসকালে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, শনিবার সকালে শান্তিনগর এলাকায় আট বছরের এক নাবালিকাকে বহিঃ রাজ্যের ৪ সাধু হাত ধরে টেনে তাদের ইউপি২২এইউ০৪১৮ নম্বরের কালো রঙ্গের গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। ওই সময় স্থানীয় জনগণ ঘটনা টের পেয়ে গাড়িটি আটক করেন। এরপর গাড়িতে থাকা ৪ সাধু সহ চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেন। উত্তেজিত জনতা তাদের গাড়িটিতেও ভাঙচুর চালিয়েছেন। তাতে, জীতেন্দ্র গোস্বামী (৩১), ভোজরাজ গোস্বামী (৭২), দীনেশ গোস্বামী(২১), টিংকু

গোস্বামী(৩২) এবং গাড়ির চালক ধর্মবীর সিং(৩৬) আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে টিঙ্কু গোস্বামীর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাঁরা সকলেই উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করেন বলে পরিচয় মিলেছে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিনগর এলাকায় প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং চার সাধু সহ তাদের গাড়ির চালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। পুলিশ তাঁদের গাড়িটিও উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

ঘটনা সম্পর্কে সাধুদের বক্তব্য, তারা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন জায়গার পুণ্য ভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে শিশু চুরির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্থানীয় গ্রামবাসীর বক্তব্য, ওই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দৃষ্টিহীন হয়েও স্বেচ্ছা রক্তদানে অনন্য নজির গড়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী অষ্টমী সূত্রধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রক্তদান আমাদের রাজ্যে এখন উৎসবের মেজাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দৃষ্টিহীন হওয়া সত্বেও অষ্টমী সূত্রধর স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে এক অনন্য নজির গড়েছেন। এখন পর্যন্ত তিনি ৬ বার রক্তদান করেছেন। রক্তদানের ক্ষেত্রে তিনি একজন আদর্শ। তার কাছ থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই শেখার আরও কিছু রয়েছে।

আজ বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরে এভাবেই স্বাস্থ্যকর্মী অষ্টমী সূত্রধরের প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও স্বেচ্ছা রক্তদানে তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই বিষয়টি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও অবহিত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিন রাজধানীর গুর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ে এই মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই এই কর্মসূচির উদ্বোধক হিসেবে রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে তিনি কথা বলেন অষ্টমী সূত্রধর সহ অন্যান্য রক্তদাতাদের সাথে। তাদেরকে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সম্বলিত ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের ব্যাজ পরিধান করান মুখ্যমন্ত্রী।

পরে উদ্বোধকের ভাষণেও মুখ্যমন্ত্রী আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মী অষ্টমী সূত্রধরের রক্তদানের মানসিকতার দরাজ প্রশংসা করেন। তিনি জানান, রক্তাল্পতা সমস্যাজনিত কারণে দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন এই মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী। পরে তিনিই অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেই স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বলেন, কোভিড পরিস্থিতির সময়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য নিজেদের সেরাটুকু দিয়ে প্রাণপাত কাজ করেছেন। যদিও সেসময় করোনা টিকা দেওয়া নিয়ে একটা অংশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। তবে স্বাস্থ্য কর্মীরা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন তারাও করতে পারেন। কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে যেভাবে ভারতে দ্রুত ভ্যাকসিন নিয়ে আসা গেছে তারজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিএম কেয়ারের সহায়তার মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালেও বড় বড় সার্জারি হচ্ছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালেও বড় ধরণের সার্জারি হচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগেও এই ক্যান্সার হাসপাতালে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর মায়ের সার্জারি হয়েছে এবং সেটা সফল হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি বিশ্বাস, ভরসা ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা রাখার আহ্বান জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চেষ্টার মাধ্যমে শিখতে হবে। আপনার আশপাশের লোকদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। কোভিড আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় আমরা যে মানসিকতা নিয়ে কাজ করেছি আগামীতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

রাস মেলা দেখতে গিয়ে বাড়ি ফিরেনি গৃহস্বামী সকালে রেললাইনে উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ

পানিসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। উত্তরের পানিসাগর থানাধীন উত্তর দেওছড়ার দুই নং ওয়ার্ডে রেল লাইনে পড়ে থাকা এক ব্যাক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন ।জানা গেছে মৃত ব্যক্তি অভিনাষ দাস(৩৫)পিতা- মৃত জলক দাস ।বাড়ি উত্তর দেওছড়া দুই নং ওয়ার্ডে। পরিবার সুত্রে জানাযায় মৃত অভিনাষের পরিবারে স্ত্রী,এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে ।পেশায় সে একজন দিনমজুর ।গতকাল রাত্রি আনুমানিক দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়ে দেওছড়া মনিপুরী বস্তিতে অনুষ্ঠিত রাস মেলাতে গিয়ে রাত্রিতে আর বাড়ি ফিরেনি সে। আজ সকালে সানীয় এলাকার লোকজন রেলে কাটা অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ওর বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের লোকজন এসে তাকে দেখে সনাক্ত করে ।মৃতদেহের পাশে আপত্তিকর জিনিস পাওয়াতে অনুমান করা হচ্ছে যে,গতকাল রাত্রিতে সে আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার পথে রেল লাইনেই ঘুমিয়ে পরে ।আজ সাকলে ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী রেলে কাটা পড়ে ওর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরই পানিসাগর থানার পুলিশ এবং ধর্মনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪৫ ▫ ২১ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৪ অগ্রহায়ণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জনজাতিরা যেন চাতক পাখি

জীবনধারণের জন্য জল একটি অপরিহার্য উপাদান। জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সব জলই জীবন নয়।পরিস্রুত পানীয় জলই জীবন। সে কারণেই পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দেওয়া জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গুলি পরিস্রুত পানীয় জল নিশ্চিত করিবার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সকল অংশের জনগণের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।বিশ্বাস করিয়া প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন। অপরিশোধিত জল পান করিয়া নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছে। জলের জন্য এখনও গিরিকন্দরে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজনকে চাতক পাখির মতো হা করিয়া থাকিতে হয় ।জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য, জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

৪.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প জালোরে, পুষ্কর থেকে ২৭৩ কিলোমিটার দূরে কম্পন

জয়পুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানে জালোর।শনিবার ভোররাত ২.২৬ মিনিট নাগাদ জালোরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। রাজস্থানের পুষ্কর থেকে ২৭৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং আজমের থেকে ২৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ২.২৬ মিনিট নাগাদ রাজস্থানের জালোরে ৪.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ২৫.০৩ অক্ষাংশ এবং ৭২.৩৫ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আনন্দমার্গের জাতীয় ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘের বুদ্ধিজীবী ফোরাম, রেনাসা ইউনিভার্সাল (আরইউ) এবং দর্শন বিভাগ, ত্রিপুরা সেন্ট্রালবিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগিতায় শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি/শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯ ই নভেম্বর, ২০২১-এ একটি একদিনের জাতীয় ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছিল। সুস্মিতা দেবনাথের গাওয়া প্রভাত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রো. কপিল কাপুর, সভাপতি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি, সিমলা প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রো. কাপুর বলেছিলেন যে কোভিড-১৯ এর সময় দর্শনের বহুমুখিতা এবং গভীরতা বোঝার জন্য অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত এবং ছাত্রদের কাছে শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি দর্শন নিয়ে যাওয়ার জন্য ১০০ টিরও বেশি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁর দর্শন, সাহিত্য, নব্য-মানবতাবাদ ৩ অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করতে অনেক পণ্ডিত এগিয়ে আসেন। প্রফেসর মোহন দেববর্মা, এইচওডি, দর্শন, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ওয়েবিনারের হাইলাইট সম্পর্কে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এবং শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি-এর বিভিন্ন অবদানের কথাও বলেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির দর্শন যুক্তিবাদীতা, ব্যবহারিকতা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। গোপালচন্দ্র মিশ্র, সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি সকল বক্তার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। প্রো. আদিত্য কুমার মহন্তী, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর ড় সিরাজুল ইসলাম, দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, অধ্যাপক ড় লক্ষ্মীকান্ত পাধি, বিভাগীয় প্রধান, দর্শন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি এবং ড় সুনন্দিতা ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি নব্য-মানবতাবাদ, আনন্দ সূত্রম, নব্য-মানবতাবাদী শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের ড় সিন্ধু পাউডিয়াল পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

জননতন্দ্রকে কোভিড-১৯ কতটা ক্ষতি করে

জনরঞ্জন গোস্বামী

কোভিড -১৯ নিয়ে বিশ্বব্যাপী মিথ্যা সংবাদের ছড়াছড়ি। কোভিড -আক্রান্ত রোগীরা যাঁরা বেঁচে রইলেন বা যাঁরা কোভিড আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে ভ্যাকসিন বা টিকা নিয়েছেন, তাঁদের শরীরে পরবর্তী সময়ে কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়েই নানা মিথ্যা প্রচার চললেও, গবেষকার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করেছেন। কোভিড-১৯ আক্রমণের পর চিকিৎসায় সুস্থ হলেও পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতায় রোগটি কোনো সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে কি? কোভিডের আক্রমণ থেকে বা কোভিডের টিকা নেওয়া থেকে পুরুষদের যৌন অক্ষমতা দেখা দিতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করলেও এ বিষয়ের সমর্থনে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সম্প্রতি পাওয়া কিছু ডেটা থেকে মনে হচ্ছে কোভিড -১৯ এর সংক্রমণে লিঙ্গের উত্থান ক্ষমতার (ইরেকটাল ডিসফাংশ) সমস্যা হতে পারে। বস্তুত কোভিড আক্রান্ত পুরুষদের প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে টিকা নেওয়া কিন্তু শরীরে জীবিত বা মৃত কোভিড ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। এটি জেনেটিক মেটিরিয়াল থেকে তৈরি যা শরীরের ইমউন সিস্টেমকে ট্রেনিং দেয় টিকাসমূহ অ্যান্টিবডিকে সাড়া দিতে প্ররোচিত করে। Sharam Guynup এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সার্স কোভিড-২ ভাইরাস পুরুষের লিঙ্গে ও অন্ডকোষের টিসুতে আক্রমণ করতে পারে। বস্তুত কোভিড সহ নানা ভাইরাসের আদর্শ লুকিয়ে থাকার স্থান পুরষের অন্ডকোষ। কারণ দেহের এই অংশে ইমিউন সিস্টেম বিশেষ কাজ করে না। কোভিড আক্রান্ত রোগীর অন্ডকোষে তা অনির্দিষ্টকাল সেখানে টিকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। Guynup এর অনুসন্ধঅন থেকে জানা গেছে, হাসপাতালে কোভিড আক্রান্তের ১১ শতাংশ অন্ডকোষের ব্যথা নিয়ে অভিযোগ করেছেন। আরেকটি অনুসন্ধান রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কোভিড সংক্রমণের পর পুরুষদের ইরেকটাল ডিসফ্যাংশন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা সম্ভবত ছয়গুণ বেড়ে যায়। কোভিড ভাইরাস মানবদেহের রক্তবাহী নালী বা ব্লাড ভেসেলকে আক্রমণ করে এবং লিঙ্গের উত্থান ব্লাড ভেসেলের উপর নির্ভির করে। ব্লাড ভেসের সরু হয়ে গেলে কোষেরা ঠিকমতো অক্সিজেনের জোগান পায় না। আপপাশের টিসুরা ফুলে ওঠে এবং শিরারা নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে। যৌন অক্ষমতা বা সমস্যার উপর নজর রাখা শক্ত, কারণ রোগীরা এইসব সমস্যাগুলো প্রকাশ করতে অস্বস্তি বোধ করে এবং গোপন রাখে। বহু সময়ে যৌন অক্ষমতা নিয়ে সামাজিক জীবনে রোগীকে নিয়ে যে ধরনের আলোচনা ও হাস্যকৌতুক হয় তাতে রোগী বিষটি নিয়ে মুখ খুলতে চান না। আমাদের মতো দেশে এটি প্রকাশ করার জটিলতা অত্যন্ত বেশি।

New Engkand Journal of Medicine -এ প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলছে, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে যেসব রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রায় ২৩ (কোটি মানুষ এখন নানা সমস্যায় ভূগছেন, যাকে বলা হচ্ছে Long Covid। উপসর্গহীন কোভিড সংক্রমণে আক্রান্তরাও নানা রোগের উপসর্গে ভোগেন। এইসব রোগের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে প্রজনন সমস্যা, মানসিক সমস্যা, অন্ডকোষের ব্যথা ও স্ফীত হওয়া, যৌন উত্তেজনার অভাব। এ নিয়ে গবেষণা শুরু হলেও বিজ্ঞানীরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। দক্ষিণ ফ্লোরিডার এক ইউরোলজিস্ট রঞ্জিত রামস্বামী তার রোগীদের মধ্যে যৌরা আমেরিকায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন) তাদের যৌন জীবনে জটিল সমস্যা লক্ষ্য করেন।

প্রথমে রামস্বামী ও তার সহকর্মীদের (University of Miami Urologh Department) মনে হয়েছিল মানসিক চাপেই এ ধরনের বিপর্যয় কিন রোগীরা জানালেন, অতিমারি নিয়ে তাদের (কোনো মানসিক চাপ বা ডিপ্রেশন নেই। যখন এ ধরনের সমস্যা মাস ছয়েকের বেশি স্থায়ী হল তখন তাদের অনুমান হল যে সার্স কোভ-২ ভাইরাস এইসব সমস্যা তৈরি করে দিয়ে গেছে।

কোভিড-১৯ হৃৎপিণ্ড, হৃদযন্ত্র মস্তিষ্ক, কিডনি প্রভৃতিকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করে একথা আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা ও যৌন জীবনে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে মানবসমাজে অত্যন্ত জটিল সমস্যা তৈরি হবে। রামস্বামীর অনুসন্ধানেই জানা গেছে, পাশাপাশি টেস্টোস্টেরন নামে যে গুরুত্বপূর্ণ যৌন হরমোন, তা পুরুবদেহে তৈরি হওয়া কমে বায়। কোভিড ভ্যাকসিন পুরুষের অন্ডকোষের স্ফীতি ঘটায় ও পুরুষত্বহীনতার কারণ হয়ে পারে বলে কোনো কোনো মহল থেকে অপপ্রচার করা হলেও এ বক্তব্যের সমর্থনে কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। রামসমী বারবার বলেছেন, ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ,তবে কোভিড আক্রান্তদের ওপর ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থাকতে পারে। কোভিড আক্রান্ত বয়স্ক মানুষেরা কোভিডমুক্ত হওয়ার পরেও উচ্চরক্তচাপ, ওবেসিটি, ডায়াবেটিক, হৃদরোগে যেমন ভোগে তেমনি তাদের যৌনজীবনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। কোভিডের আক্রমণে তাদের হরমোন, পেশী, রক্তবাহী শিরায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। তবে শুধু বয়স্করা নয়, অল্পবয়সীরাও কোভিড মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক যৌনজীবন ফিরে না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট রায়ান বার্গলান্ড Ryan Berglund ও বলেছেন, কোভিড ভাইরাস পুরুষদের যৌন জীবনে স্বলকালীন ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। কীভাবে আক্রমণ করছে তা বুঝতে রামসমী ২০ থেকে ৮৭ বছর বয়সী ছয়জনের অন্ডকোষের নমুনার বায়োপসি করেন। টিসুর নমুনা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেন যে ভাইরাস কণা অণ্ডকোষে আছে, অর্ধেক মানুষের শুক্রের অবস্থা ভাল নয়, যা প্রজননের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। লক্ষ্য করা গেছে, কোভিড আক্রান্তদের লিঙ্গে রক্তবাহী শিরার ক্ষতি হয়েছে। রক্তবাহী শিরা blood vessel-র সঙ্গে endothelial কোষেরও ক্ষতি হয়। এর ফলেই যৌন জীবনে সমস্যা তৈরি হয়। কিন্ত স্তন্যপায়ী উত্থান নির্ভর করে রক্তের প্রবাহের ওপর। ক্ষতিগ্রস্ত সরু হয়ে যাওয়া রক্তবাহী শিরা দিয়ে রক্তের প্রবাহ এমন হয় না যা লিঙ্গকে উতি করতে পারে। ইতালীয় রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডোক্রোনোলজির অধ্যাপক Emmaluele A jannini এর বক্তব্য প্রচুর রক্ত ছাড়া কোষগুলো যথেষ্ট অক্সিজেন পায় না, এতে টিস্যু বেড়ে যায় এবং শিরাগুলো স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তার বক্তব্য, No oxygen,no sex তার আরও অনুমান, কোভিড-১৯ Endothelical niric oXide synthase এই এনজাইমটির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আর এই এনজাইমটি রক্তবাহী শিরাকে প্রসারিত হতে ও লিঙ্গকে স্ফীত করতে সাহায্য করে। অতিমারির গোড়ার দিকে Jannini-র নেতৃত্বাধীন গবেষক দলটি অনলাইন সার্ভে করে ইতালির কোভিড আক্রান্ত sexually active পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। তার সংগৃহীত তথ্য থেকেই সিদ্ধান্ত জোরদার হয়েছে যে কোভিড আক্রান্ত হলে ইরেকটাইল ডিসফাংশনের সম্ভাবনা ছয়গুণ বেশি। রামস্বামীর বক্তব্য, “লিঙ্গ যেহেতু বেশিমাত্রায় রক্তনালী পূর্ণ most vascular organ তাই কৌভিড আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে ইরেকটাল ডিসফাংশান হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু নেই। গত জুলাই মাসে Patient-led Research collaborative নামে এক সংস্থার গবেষকরা long covid নিয়ে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। দশটি অর্গান সিস্টেমের ২০৩টি উপসর্গের প্রামাণ্য তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সারা বিশ্বে থেকে ৬৫০০০ কোভিড আক্রান্তের কাছ থেকে।

তাদের রিপোর্ট বলছে, কোভিড থেকে সুস্থ হওয়ার মধ্যে ১শতাংশ ইরেকটাল ডিসফাংশন, ১৩ শতাংশ এর অন্ডকোষে ব্যথা ও ৪ শতাংশ এর লিঙ্গ বা অন্ডকোষ ছোট হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। যৌনতার সঙ্গে সার্স কোভ-২ ভাইরাসের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা সবে শুরু হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও তথ্য জানা যাবে। তবে একটি ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলছেন, কোভিড ভ্যাকসিন কোনোভাবেই পুরুষের জননতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।বরং অধ্যাপক Jannini বলছেন, যৌন জীবনে ক্রিয়াশীল থাকতে ভ্যাকসিন অবশ্যই নিতে হবে (Fi unvaccinated want to have sex,berrer to get the vaccine) (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই ‘বর্ণপরিচয়’ আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরসলভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রর্বতনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃশ্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝ যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আমাদের মনে আজও দাগ কেটে আছে—“বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত

ভারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু......../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ” কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দযার অবতার। কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার, সাম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত মৎকার”। ১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন “লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ব আদর্শ, জগতের দেবদূর্লভ রত্ন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন........”।

গান্ধিজি বলেছেন, “ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত বাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি।

আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক কথা স্মরণ করা যায়—“স্বাধীনচেতা চরিত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংসকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা নির্জীব জাতির নিশ্চয়তা অন্যদিকে বিদ্যাসাগ। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ---অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু'টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু'টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্তশ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্র্যের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা। নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিলোনিয়ায় বিজেপির নির্বাচনি প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

পাকিস্তান শান্তি বিঘ্ন করার অনেক চেষ্টা করেছে, আমরা প্রত্যাঘাতের বার্তা পাঠিয়েছি : রাজনাথ সিং

পিথোরাগড়, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে শান্তি বিঘ্ন করার অনেক চেষ্টা করেছে পাকিস্তান, কিন্তু আমরা প্রত্যাঘাতের বার্তা পাঠিয়েছি। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, এটা নতুন ও শক্তিশালী ভারত। শনিবার উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার মুনাকোটে """সৈনিক সম্মান যাত্রা"""-র শুভসূচনা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই অনুষ্ঠানে রাজনাথ বলেছেন, 'ভারতের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু আমরা তাঁদের কাছে স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছি যে আমরা পাল্টা আঘাত করব। এটি একটি নতুন এবং শক্তিশালী ভারত।' রাজনাথ সিং বলেছেন, '১৮ নভেম্বর, আমি রেজাং লা-তে গিয়েছিলাম যেখানে আমাকে কুমায়ুন ব্যাটালিয়নের ১২৪ জন জওয়ান দ্বারা করা অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছিল...এটি কখনই ভোলা যাবে না। আমাকে বলা হয়েছিল যে ১১৪ জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ১২০০ জনেরও বেশি চিনা সেনাকে হত্যা করেছে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডে চারধাম রয়েছে এবং যদি সৈন্য ধাম তৈরি হয়, তাহলে আমরা পঞ্চম ধাম পাব। এই ধামে শহীদদের বাড়ির মাটি থাকবে... শহীদদের নাম এবং তাদের গ্রামের নামও (সৈন্য) ধামে লিখতে হবে।'

ফের ৩৭-হাজারের উর্ধে সংক্রমণ, রাশিয়ায় করোনায় মৃত্যু ২.৬২-লক্ষাধিক

মস্কো, ২০ নভেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত কমছেই না রাশিয়ায়, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যু। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৫৪ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৫৪ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৬২,৮৪৩ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭,১২০ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,২৯৪,১৮৮ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৯৯২,৪২৬ জন।

সোমবার চারদিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : চারদিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ নভেম্বর বেলা ৩ টেয় দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই সফরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন। এবার দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মূলত রাজ্যের আর্থিক দাবির প্রসঙ্গ তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে জিএসটি বাবদ ২০০০ কোটি টাকা প্রাপ্য রাজ্যের। এছাড়াও চলতি আর্থিক বছরের বকেয়া রয়েছে। আমফান, ইয়াস, বুলবুল-এর মতো সাইক্লোন মোকাবিলা বাবদ ৩২০০০ কোটি টাকা পাওনা রাজ্যের। সেখানে রাজ্য পেয়েছে মাত্র ১২০০ কোটি টাকা। এসব নিয়েও কথা বলবেন তিনি এমনটাই সূত্রের খবর। সূত্রের খবর,

বিএসএফের কাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করবেন মোদী-মমতা। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের আপত্তির কথা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকেই জানাতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনা,সড়ক যোজনা, ন্যাশানাল হেলথ মিশন, জল জীবন মিশন-সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের টাকা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের। এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের দাবি আরোও একবার তুলবেন মমতা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

সারা আসাম কো-অপারেটিভ অফিসার অ্যাসোসিয়েশন করিমগঞ্জ শাখার কমিটি গঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : সারা আসাম কো-অপারেটিভ অফিসার অ্যাসোসিয়েশন (এএসিওএ) করিমগঞ্জ শাখার এক সভা আজ শনিবার করিমগঞ্জ স্টিমারঘাট রোডে অবস্থিত ডিআরসিএস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডিআরসিএস লিপিকা সরকার।

সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে করিমগঞ্জ ইউনিটের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসেবে ডিআরসিএস লিপিকা সরকার, উপ-সভাপতি এআরসিএস দেবাশিস মিত্র এবং সম্পাদক হিসেবে সিনিওর ইনস্পেক্টর ফখরুল আলম চৌধুরীকে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া সহ-সম্পাদক হয়েছে তপন মালাকার।

আগামী ১১-১২ ডিসেম্বর কোকড়াঝাড়ে অনুষ্ঠেয় সারা আসাম কো-অপারেটিভ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের ৪৮-তম দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সভায় যোগদান করার জন্য করিমগঞ্জ শাখার সভাপতি, সম্পাদক সহ তিন জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এঁরা যথাক্রমে সিনিওর ইনস্পেক্টর আব্দুল জলিল, মোস্তফা হোসেন তাপাদার এবং পীযূষ নাগ।

আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল হাসিব এবং কেন্দ্রীয় কমিটির শিলচর জোনের সম্পাদক দেবাশিস মিত্র। এদিনের সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার ইতি টানেন সভাপতি।

পাগলা দাশুর-র মতো সংলাপের অপেক্ষায় থাকব, তথাগত রায়কে কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : তথাগত রায়কে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শনিবার সকালেই এক বিতর্কিত টুইট করেন তথাগত। যে টুইটে তথাগতবাবুর দল ছাড়ার জল্পনা ছড়ায় পদ্মশিবিরের অন্দরে। এর প্রেক্ষিতে টুইটে কুণাল লিখেছেন, 'বাংলার রাজনৈতিক বিনোদন জগতে এ এক অপূরণীয় সাময়িক ক্ষতি। তিনি যে দক্ষতায় দর্শককে হাসাতেন, তাঁর অবদান মানুষ মনে রাখবেন।

পাগলা দাশুর নাটকে "আবার সে এসেছে ফিরিয়া"-র মত সংলাপের অপেক্ষায় থাকব। তবে কামিনী অংশ বাদ দিলেও কাঞ্চন অংশে সিবিআই, ইডির তদন্তের দাবি থাকলই।' শনিবার সকালে টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, 'আপাতত বিদায়, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি!' এর পরই রাজনৈতিক মহলে তথাগতের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। শনিবার সকালে তাঁর টুইট ঘিরে এর পর বাংলার রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন দেখা দেয়। সংবাদমাধ্যমে এই টুইট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তথাগতবাবু বলেন, 'টুইটে যা লিখেছি, তার বাইরে একটিও কথা বলব না।' তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তা হলে কি আপনি দল ছাড়ছেন? উত্তরে তথাগত বলেন, 'আমি টুইটে 'আপাতত' শব্দটি লিখেছি। এর থেকে বেশি আর কিছু বলব না।' ফলে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা রয়েই গিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবল বৃষ্টিতে প্লাবিত রাস্তা, ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার ২০ বাস যাত্রী

অমরাবতী, ২০ নভেম্বর (হি.স) : অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবল বৃষ্টিতে বহুদা নদী উপচে পড়েছে। শনিবার সকালে জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে নদী বাঁধের দেওয়াল। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, রায় চটি জেলার পিনচা বাঁধ প্রকল্পের ৩৩৬ মিটার একটি দেওয়ার জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। সেই সঙ্গে উঠে গিয়েছে চিরুয়ু নদী। পলি রাস্তায় প্রবল স্রোতে বইছে নদীর জল। ফলে জলমগ্ন হয়েছে তিনটি বাস। এদিন সকালে টানা পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় পর কুড়ি জন যাত্রীকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে একটি মৃতদেহ। সূত্রের খবর, উদ্ধারকারীরা আর চারটি মৃতদেহ সন্ধান পেয়েছেন। চিত্তুর জেলার একটি মহিলা শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বালিচাপল্লী থেকে জল উপচে পড়ে এসে গিয়েছে পার্শবর্তী এলাকা। গত বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে তাতে আর নামায়া বাঁধ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শনিবার জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখনও পর্যন্ত ১৭ জন মারা গিয়েছে। তিরুমালা মন্দিরের সংলগ্ন এলাকায় বহু তীর্থযাত্রী আটকে রয়েছেন। তাদের উদ্ধার করা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে ভোগান্তি এখনই শেষ হচ্ছে না। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর তৈরি হওয়া নিম্নচাপের শক্তি বাড়ছে, ফলে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভবনা এখনই কমছে না।

আরিয়ানদের বিরুদ্ধে মেলেনি ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, জামিনের নির্দেশনামায় লিখল বম্বে হাইকোর্ট

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স) : মাদক-মামলায় আরিয়ান খান, আরবাজ মার্চেন্ট এবং মুনমুন ধামেচার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আরিয়ানের জামিনের নির্দেশনামায় বম্বে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তদের কাছে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের জন্য মাদক পাওয়া গিয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের অপরাধের ইচ্ছেও ছিল। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এনসিবি) যে জবানবন্দি জমা দিয়েছিল, তা নিয়ে আদালত বলেছে, পুলিশের নেওয়া জবানবন্দির কোনও আইনি ভিত্তি নেই। তা কেবলমাত্র তদন্তের প্রয়োজনে ব্যবহার হতে পারে। জামিনের নির্দেশে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি লিখেছেন, আরিয়ান খানের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে এমন কিছু আপত্তিকর পাওয়া যায়নি, যার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আরবাজ ও মুনমুনের সঙ্গে মিলে আরিয়ান কোনও ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছেন। আরিয়ান খান, আরবাজ মার্চেন্ট ও মুনমুন ধামেচা একই প্রমোদতরীতে ছিলেন। কেবলমাত্র এই যুক্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের ভিত্তি নেই, বলেও রায়ে লিখেছে হাইকোর্ট।

ফের স্বচ্ছ শহরের শিরোপা পেল ইন্দোর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে সুরাট ও বিজয়ওয়াড়া

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): এই নিয়ে পঞ্চমবার, ফের দেশের মধ্যে স্বচ্ছ শহরের শিরোপা পেল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। শনিবার দেশের মধ্যে স্বচ্ছ শহর হিসেবে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরকে ভূষিত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে ইন্দোরের পরই স্থান পেয়েছে সুরাট ও বিজয়ওয়াড়া। দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে ভূষিত হয়েছে গুজরাটের সুরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া। শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ পুরস্কার ২০২১ প্রদান করেছেন রাষ্ট্রপতি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। এই অনুষ্ঠানেই দেশের সবথেকে স্বচ্ছ শহর হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়েছে ইন্দোরকে। দেশের ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে আহমেদাবাদ ক্যান্টনমেন্টকে ভূষিত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। স্বচ্ছ রাজ্য হিসেবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ছত্তিশগড়। এই নিয়ে পরপর তিনবার স্বচ্ছ রাজ্যের শিরোপা পেল ছত্তিশগড়। স্বচ্ছ গঙ্গা শহরের শিরোপা পেয়েছে বারাণসী। এবারের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ৪ হাজার ৩২০টি শহর অংশ নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বচ্ছতা জরুরি। তিনি আরও বলেন, পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি অনন্য ভূমিকা নিয়েছে।

পদ্মায় ইলিশ নেই! আছে শুধুই রাজনীতি, প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২০ নভেম্বর : খোদ পদ্মা তীরের মানুষই পদ্মার সেই ঐতিহ্যবাহী ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মাওয়া, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া অথবা গোয়ালন্দ ঘাটে, পদ্মার ইলিশ বলে যে ইলিশ বিক্রি হয় তাও চাঁদপুরের মেঘনা ও বরিশারের সমুদ্র এলাকার মাছ। দাবি পদ্মার পাড়ের মাছ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সাংবাদিকদের। কিন্তু, ভারতের গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া পদ্মার ইলিশ বিক্রি করছে কলকাতার মাছ ব্যবসায়ীরা। মাছ ব্যবসায়ীদের কু-ষড়যন্ত্রে বোকা হচ্ছেন দু'দেশের ভোজনরসিক ক্রেতারা। অন্যদিকে নিজেরা না পেলেও কলকাতার নাগরিকরা পদ্মার ইলিশ খাচ্ছেন খবর শুনে বেজায় চটছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা। আর এটাকে পুঁজি করে ভারত বিরোধিতার পালে হাওয়া দিচ্ছেন বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীরা। ইউটিউব-সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়াচ্ছে ভারত বিরোধী বিদ্বেষ। ইলিশ নিয়ে পাকপন্থীদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশে বাড়ছে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ।ঐতিহ্যবাহী পদ্মার ইলিশ প্রাপ্তি নিয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারের দীর্ঘ অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে অজানা বহু তথ্য। এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ.ম রেজাউল করিম, পদ্মা নদীর উপরে দীর্ঘ গবেষণা করা বাংলাদেশের একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের বার্তাসম্পাদক কল্যাণ সাহা এবং পদ্মার তীরের মাছ ব্যবসায়ী পাটুরিয়া ঘাটের মান্নান মৎস্য আড়তের মালিক আব্দুল মান্নান খান। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বার্তালাপে সাংবাদিক গবেষক কল্যাণ সাহা বলেন, বৈচিত্র্যময় জীবন ইলিশের। ইলিশ প্রধানত সামুদ্রিক মাছ হলেও প্রজননকালে ৮০ শতাংশ ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য বেছে নেয় স্বাদু জলের উজানকে।

এই সময়ে ইলিশ দৈনিক প্রায় ৭১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। এ লক্ষ্যে ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ থাকে। বাংলাদেশে ইলিশের অভয়াশ্রম রয়েছে ছয়টি (পাঁচটিতে মার্চ-এপ্রিল মাছ ধরা বন্ধ), যার মোট আয়তন ৪৩২ কিলোমিটার। বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও শরীয়তপুর এ ছয়টি অভয়াশ্রম রয়েছে। বাংলাদেশে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রের চারটি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, যা প্রায় ৭ হাজার বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এই চারটি পয়েন্ট হল- মীরসরাই, চট্টগ্রামের মায়ানি, তজুমুদ্দিন ও ভোলার পশ্চিমে সৈয়দ আওলিয়া, কুতুবদিয়া ও কক্সবাজারের উত্তর কুতুবদিয়া এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও লতাচাপালী। কিন্তু এতো কিছুর পরেও পদ্মা নদীতে ইলিশ নেই। মূলত প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রাখা হলেও পদ্মা, মেঘনার মোহনায় অসংখ্য বালুচর পড়ে নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে। আর ইলিশ গভীর জলের মাছ। আর নদীতে অশংখ্য জালের কারণে উজানে ইলিশ তেমন আসার সুযোগ পায় না বলেই চলে। যে-কারণে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়া পরে মেঘনা নদীতে কিছু পাওয়া গেলেও পদ্মায় ইলিশ মাছ মিলছে খুবই সামান্য।

তিনি বলেন, পদ্মার তীরে মাওয়া, পাটুরিয়া দৌলতদিয়া গোয়লন্দ ঘাটে যে ইলিশ বিক্রি হয় তার ৯০ ভাগ চাঁদপুরের মেঘনা ও বরিশালের বিভিন্ন নদ-নদীর মোহানা ও সমুদ্রের মাছ। তাই মাওয়া-পাটুরিয়া গোয়ালন্দ ফেরি ঘাটে এসে যারা পদ্মার ইলিশ ভেবে কিনছেন, তাঁরা অধিকাংশই বরিশালের বা চাঁদপুরের ইলিশ কিনছেন। আর যেখানে পদ্মা তীরের মানুষরাই পদ্মার ইলিশ পাচ্ছে না, সেখানে কলকাতার নাগরিকার পাবে কীভাবে। মূলত বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ভোজনরসিক মানুষদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম নেওয়ার জন্যই এ মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন, বলেছেন 'বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ'। শুধু কলকাতা নয় মাছ ব্যবসায়ীদের চালবাজিতে প্রতারিত হচ্ছে উভয় দেশের ভোজনরসিক বাঙ্গালীরা। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পরে গতবছর বর্ষা মৌসুমে রাজশাহীতে দু'কেজি ওজনের একটি ইলিশ পাওয়া গিয়েছিল। এনিয়ে হুলুস্থূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে ফারাক্কা ক্রস করে ভারতের প্রায়াগরাজে গঙ্গায় ইলিশ নেয়ার ৩৬১ কোটি টাকার যে প্রকল্প নেয়া হয়েছে তা মরুভূমিতে হাতি আমন্ত্রণ জানানোর মতো অবস্থা। পদ্মা নদীতে একেবারে ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছেনা এ কথা মানতে নারাজ মাওয়া ঘাটের মৎস্য আড়তদার আব্দুল মান্নান খান। তিনি বলেন, ফরদিপুর থেকে পাবনা এলাকা পর্যন্ত পদ্মার প্রায় সব জেলেরা ইলিশ সহ সবধরণের মাছ মাওয়া ঘাটের আড়তগুলিতে নিয়ে আসে। বর্তমানে মাওয়ায় ৪০টি মাছের আড়তে প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ২০ কেজি পদ্মার ইলিশ আসে। তবে ভরা মৌসুমে অনেক সময় ৫ থেকে ৬ মন পদ্মার ইলিশ জেলেরা নিয়ে আসে। আবার চাঁদপুর ও বরিশালের ইলিশও পদ্মার বলে বিক্রি হয় বলে স্বীকার করেছেন তিনি। তিনি বলেন, ঢাকাসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের পদ্মার ইলিশ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না সেখানে কলকাতা পদ্মার ইলিশ পাবে কোথা থেকে। তবে মান্নান বলেন, বাংলাদেশে মা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা চলার সময় ভারতের পক্ষ থেকে মাছ ধরা বন্ধ রাখা উচিত। নাহলে নিষেধাজ্ঞা চলার সময় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ভারতের জেলেরা মাছ ধরেন এনিয়ে চোর বাড়ছে বাংলাদেশীদের মধ্যে। বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রী শ.ম রেজাউল করিম বলেছেন, ইলিশ প্রজনন মৌসুমে একই সঙ্গে মাছধরা বন্ধ রাখলে উভয় দেশেই ইলিশের উৎপাদন বাড়বে। মাছধরা নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ হবে পাক-প্রেমীদের।

রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্রে সমস্যা নেই, সুস্থ আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সুস্থ আছেন। রক্তচাপ স্বাভাবিক ও হৃদযন্ত্রের কোনও সমস্যা নেই। হোয়াইট হাউজের চিকিৎসক কেভিন ও' কোনোর এমনটাই জানিয়েছেন। বয়সের কারণে তাঁর কিছু শারীরিক পরীক্ষা করতে হয়েছিল। পরীক্ষায় তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় 'রিড মেডিক্যাল সেন্টারে'। করতে হয়েছিল কলোনোস্কোপি। কলোনোস্কোপিতে একটি পলিপ ধরা পড়ে। যদিও সেটি বিপজ্জনক নয়। তবে ওই পলিপটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।' বাইডেন নিজেও জানিয়েছেন তিনি সুস্থ। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

হোয়াটসঅ্যাপে টেট-এর মার্কস বৃদ্ধির প্রস্তাব! পরীক্ষার্থীর মোবাইল নাম্বার কী করে পৌঁছল প্রতারকচক্রের হাতে? চর্চা পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : সদ্য-সম্পন্ন টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দিনক্ষণ এখনও ধার্য করেনি রাজ্য শিক্ষা দফতর। এরই মধ্যে টেট প্রার্থীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গজে উঠেছে দালাল চক্র। এই চক্রের শেকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চক্রের চাঁইদের দাবি মতো টাকা দিলেই নাকি মিলবে টেট উত্তীর্ণের সার্টিফিকেট। এমনই এক ম্যাসেজ প্রতারক চক্রটি প্রার্থীদের মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছে।

বার্তায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা, 'উই ক্যান হেল্প ইউ পাশ টেট অ্যান্ড গেট সার্টিফিকেট, লিমিটেড স্পট। কনটাক্ট নাও'। তার মানে, ইচ্ছুক প্রার্থীরা টাকা দিলেই তাঁদের প্রাপ্ত কম নম্বরের পরিবর্তে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে বিষয়টি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এর পর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু বিষয়টি সঠিক তদন্তের জন্য সিআইডিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন গ্রেফতারও হয়েছে। তবুও প্রতারক চক্রটি বসে নেই। গত ৩১ অক্টোবর রবিবার নির্ধারিত এই পরীক্ষার পর থেকে একাংশ টেট পরীক্ষার্থীদের হোয়াটসঅ্যানপে এমন ম্যা সেজ নিয়মিত ভাবে আসছে। এর থেকে বাদ যাচ্ছেন না পাথারকান্দির বিভিন্ন টেট পরীক্ষার্থীরাও। প্রতারক চক্রটি কীভাবে টেট প্রার্থীদের মোবাইল নম্বার সংগ্রহ করল, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ছাড়াও ব্যাপক চর্চা হচ্ছে পাথারকান্দিতে।

নবপ্রজন্মকে স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি : মুখ্যমন্ত্রী

'ভারতীয় সনাতন সভ্যতা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত নদীর মতো বয়ে চলেছে'

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : নবপ্রজন্মকে স্বইচ্ছায় এবং স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নিজ নিজ উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ রূপায়ণের প্রেক্ষাপটে আয়োজিত উত্তরপূর্ব শিক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কথাগুলি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ শনিবার রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ এবং শংকরদেব শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশিষ্ট তথা প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগীদরে উপস্থিতিতে কানা কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নতুন শিক্ষা নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের সম্মেলন জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রার পাশাপাশি এক রূপরেখা প্রদান করবে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বহু সভ্যতা কালের বুকে বিলীন হয়ে গেলেও ভারতীয় সনাতন সভ্যতা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে প্রবাহিত নদীর মতো বয়ে চলেছে এবং চলবেও। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি এই সভ্যতার শৈক্ষিক ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত মূল বিষয়াবলির সঙ্গে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চর্চা সন্নিবিষ্ট করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রদত্ত ভাষণে নতুন শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নয়া শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্য উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য শিক্ষা কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি, আগামী দিনে লখিমপুর, নগাঁও, যোরহাট জেবি মহাবিদ্যালয়, শিবসাগর এবং সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও নানা বিষয়ে তাঁর সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়েও তথ্য তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ড় ননীগোপাল মহন্তের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানসচিব ড় বি কল্যাণ চক্রবর্তীর ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপন ঘটে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, উত্তরপ্রদেশের চৌধুরী চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নরেন্দ্র কুমার তানেজা, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডিপি সিংও নতুন শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন।

আজকের উত্তরপূর্ব শিক্ষা সম্মেলনে বহুজনের পাশাপাশি ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীগণ, অসমের মন্ত্রী যথাক্রমে উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম, সঞ্জয় কিষাণ, শংকরদেব শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক রমানন্দ দাস, সচিব অধ্যাপক অম্লানদীপ দাস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অংশীদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান, শিক্ষাবিদ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে ধরনের তেল হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো

একেক তেল রান্নায় আনে একেক রকম স্বাদ। নারিকেল, সরিষা, অ্যাভোকাডো, জলপাই, সূর্যমুখী, 'ক্যানোলা' ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে আসা তেল আজকাল রন্ধনপ্রণালীর অংশ হয়েছে।

তবে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কোন তেলটি ভালো?

এই প্রশ্নের আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর দিয়েছে 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)'। সঙ্গে জানিয়েছে হৃদযন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন ১০টি দিক সম্পর্কে। এই সংস্থার মতে, তরল 'নন-ট্রপিকাল' উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা তেল যেমন- জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েল এবং 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' বা সূর্যমুখীর তেল হৃদযন্ত্রের জন্য হবে সবচাইতে উপকারী। পুষ্টিবিদ লিসা মস্কোভিচ হলেন নিউ ইয়র্ক নিউট্রিশন গ্রুপ'য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং 'দ্য কোর থ্রি হেলদি ইটিং প্ল্যান' বইটির রচয়িতা। তিনি বলেন, "নারিকেল তেল, পাম অয়েল ইত্যাদি 'ট্রপিকাল' তেল হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টাকে বিবেচনায় আনলে মোটেই ভালো পছন্দ নয়। কারণ বহুল ব্যবহৃত এই তেলগুলোতে থাকা চর্বিতে থাকে অতিমাত্রায় 'প্রো-ইনফ্লামাটরি স্যাচুরেইটেড ফ্যাট। মাত্রাতিরিক্ত 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' শরীরে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা বাড়ায়। আর সেখান থেকেই বাড়ে হৃদরোগ এবং

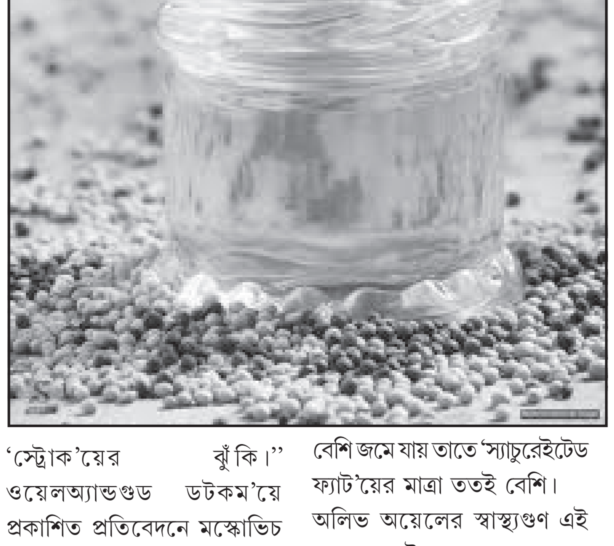

'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি।" ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মস্কোভিচ আরও বলেন, "অলিভ অয়েল', 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' ভালো বলা মানেই এই নয় যে, নারিকেল তেল কিংবা 'ক্যানোলা অয়েল' ক্ষতিকর। কোন তেলে কতটা 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' সেটাই মুখ্য বিষয়।"

আর সেই মাত্রা জানতে চাইতে তেলের বোতলের গায়ে লেখা 'নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস' পড়লেই জানা যায়। যে তেল কক্ষ তাপমাত্রায় যত বেশি জমে যায় তাতে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রা ততই বেশি।

অলিভ অয়েলের স্বাস্থ্যগুণ এই তেলে উচ্চমাত্রায় মেলে 'মনো-আনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড'। এই স্বাস্থ্যকর চর্বি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। ২০১৪ সালে ৬৩,৮৬৭ জন নারী আর ৩৫, ৫১২ জন পুরুষকে নিয়ে এবিষয়ে একটি গবেষণা চালানো হয়। এই অংশগ্রহণকারীদের হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি কোনো দূরারোগ্য ব্যধি কখনই ছিল না। গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা দিনে আধা টেবিল-চামচ 'অলিভ অয়েল' গ্রহণ করেছেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি 'করোনারি হার্ট ডিজিজ'য়ের ঝুঁকি কমেছে ২১ শতাংশ। মস্কোভিচ বলেন, "হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী তো বটেই, 'এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল'য়ের আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাগুণ। দৈনন্দিন বিভিন্ন বদভ্যাস, মানসিক চাপ থেকে প্রদাহের যে আশঙ্কা দেখা দেয় সেগুলো থেকে সুরক্ষা দেয় ওই 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। প্রদাহে জর্জরিত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজমশক্তি, হরমোনের ভারসাম্য, বিপাকক্রিয়া সবকিছুই দুর্বল হয়ে পড়ে।"

সূর্যমূখী তেলের গুণাগুণ মস্কোভিড বলেন, "ভিটামিন ই'য়ের আদর্শ উৎস এই তেল। যা কাজ করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে।"

প্রিয় ব্যক্তির জন্য বাড়িতে সুস্বাদু পায়েস রেসিপি

উপকরণ ঃ- দুধ---১ লিটার, চাল---১ তাপ, ছোটএলাচ গুঁড়ো---১ চা-চাচম, গাওয়া ঘি--- ১ চামচ, তেজপাতা---২ টো, কিশমিশ, তাজুবাদাম, আমন্ড ও স্তোতুচি---১ তাপ, চিনি বা পাটালি স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ- প্রথমে চাল বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। এবার একটা পাত্রে দুধ ঢেলে গ্যাসে বসান। দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে দিন।

চাল ফোটার সময় তাতে গাওয়া ঘি ও তেজপাতা দিগয়ে মিশিয়ে দিন।

তারপর চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে এরমধ্যে স্বাদমতো চিনি বা পাটালি মেশান। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশি গিয়ে পায়েস খুব ঘন হয়ে এলে এতে কিশমিশ, কাজুবাদাম, আমন্ড ও পেস্কাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোটএলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের সময় ওপরে মেওয়াকুচি ছড়িয়ে। দিতে পারেন।

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্প্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন। ৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন। ৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন। সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায় সহজ সমাধান

ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে না গিয়ে রান্নাঘরের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈলাক্ত যত্ন নেওয়া যায়।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সহজ ও কার্যকর কিছু উপায় সম্পর্কে যা তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা সমাধান করে।

ভুট্টার গুঁড়া ঃ এটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেশ কার্যকর। গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভুট্টার গুঁড়া মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর তা পুরো মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বালো ফলাফলের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করুন।

মধু ঃ ত্বকের যত্নে মধু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানা রকমের সমস্যা, অস্বস্তিকর 'ব্ল্যাকহেডস' এবং লালচে দানা ত্যিাদি দূর করতে সাহায্য করে। এটি ত্বককে টানটান করে ও আর্দ্রতা দরে রাখতে সাহায্য করে।

মুখ, গলা ও বুকে মধুর মাস্ক লাগান। শুকিয়ে গেলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর পাতলা তোয়ালে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। মধুর প্রাকৃতিকভাবে ত্বক 'এক্সফলিয়েট' করার ক্ষমতা থাকায় তা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমায়। এটি ত্বকের ছিদ্র উন্মুক্ত করে ও বলিরেখা দূর করে।

চাইলে এর পরিবর্তে, মধুর সঙ্গে কাঠবাদামের গুঁড়া মিশিয়ে তা তৈলাক্ত ত্বকের উপর মালিশ করতে পারেন। পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

টমেটোর ফেইস প্যাক ঃ এতে থাকে লাইকোপেন যা ত্বকের জন্য খুবউপকারী। এছাড়াও আছে ভিটামিন এ এবং সি যা ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। টমেটো প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল, ব্ল্যাকহেডস এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে।

একটি টমেটো অর্ধেক করে কেটে তা চটকে নিন। বীজ আলদা করতে তা ছেঁকে নিন। একটি তুলোর বল দিয়ে মুখে টমেটোর রস লাগিয়ে নিন। বাড়তি সুবিধার জন্য এতে মধু যোগ করতে পারেন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভালো ফলাফলের জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

কলার মাস্ক ঃ কলা ও মধুর মাস্ক ত্বক প্রশমিত করে। একটি কলা ও এক টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবু বা কমলার রস যোগ করুন। মাস্কটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আলতো করে মুছে ফেলুন। এই মাস্কের সঙ্গে সামান্য ময়েশ্চারাইজার মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক আর্দ্র থাকবে।

কফি ঃ কফির গুঁড়া খনিকটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে তা মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এই সুস্বাদু-সুগন্ধি স্ক্রাব তৈলাক্ত ত্বক এক্সফলিয়েট করতে বেশ কার্যকর।

বেইকিং সোডা ঃ দুতিন টেবিল চামচ জলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ বেইকিং সোডা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ত্বকে লাগান ও শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। বেইকিং সোডার আছে প্রদাহ বিরোধী ও জীবাণুনাশক উপাদান যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারী।

অ্যালোভেরা ঃ সংবেদশীল ত্বকের সুরক্ষায় অ্যালোবেভ্রা তিন ভাবে কাজ করে।

- মুখ ও গলায় তাজা অ্যালোভেরার জেল লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এরপর ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে বেশ উপকারী।

- অ্যালোভেরার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন। সেই জলে মধু মিশিয়ে মুখ ও গলায় লাগান। শুকিয়ে এলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তেল মুক্ত ত্বক পেতে নিয়মিত এটি ব্যবহার করুন।

-চার টেবিল চামচ অ্যালোভেরার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ ওটামিল মেশান ও ঘন দ্রবণ তৈরি করুন। এটি মুখে লাগিয়ে স্ক্রাব করুন। অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ। এবং মুখ থেকে ময়লা ও ধুলাবালি দূর করতে সাহায্য করে।

কমলার খোসা ঃ কমলার খোসা তৈলাক্ত ত্বক নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই পলের খোসা কয়েকদিন শুকিয়ে তা ভালোভাবে গাঁড়া করে নিন। তারপর জল অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। হাতে তৈরি এই প্রাকৃতিক মাস্ক ত্বকের লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত করে পরিষ্কার করে এবং এর 'অ্যাস্ট্রিনজান্ট' উপাদান ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে।

লেবু ঃ সমপরিমাণ লেবুর রস, গোলাপজল এবং গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখের ত্বকে ব্যবহার করুন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানারকম সমস্যা যেমন ব্রণ, ফুস্কুড়ি এবং দাগ ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে।

লেবুতে আছে জীবাণুনাশক উপাদান। তাই এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো। গোলাপ জল অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে, তাই এটি ত্বক সতেজ রাখতে পরিষ্কারক ও টোনারের মতো কাজ করে। গ্লিসারিন ত্বক ঠিক মাত্রায় আর্দ্র করে। প্রতিদিন ত্বকের যত্ন নিতে এই মিশ্রণ কাঁচের বোতলে রেখে ব্রেফ্রিজারেইটারে সংরক্ষণ করতে পারেন।

অধিক ওজনে হৃদরোগ

নতুন কে গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরে পুরুষের অধিক ওজন থাকলে, মধ্যবয়সে হৃদযন্ত্র অক্ষম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষকরা জানান, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার বড় বয়স এখন ৪৭ বছর, বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা এখন বড় হুমকি হয়ে গিয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত (বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বিএমআই) ২০ থেকে ২২.৫ তাদের বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি থাকে। এই গবেষণার আরও প্রামাণিত হয় যে, মোটা পুরুষ যাদের বিএমআই ৩৫ বা তারও বেশি তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি আরও ১০ গুণ বেশি হয়। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গের অধ্যাপক আনিকা রোজেনগ্রেন বলেন, "সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কৈশোরে শরীরে ওজন গুরুত্বপূর্ণ এবং কম বয়সে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখা উচিত। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গবেষণায় এতদিন বলা হচ্ছিল বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে ওজন ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে।

তবে এই পরিমাপক এককে বয়সের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি। ফলে যারা প্রাপ্ত বয়সে এসে ওই ওজনে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাদের মধ্যেও অনেকে হৃদরোগের সমস্যায় পড়তে পারেন। অথচ তারা এতদিন নিজেদের শুকনা বলেই জানত। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে, পাঁচ থেকে ৪২ বছর বয়সি ১৬ লক্ষেরও বেশি পুরুষের উপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা পুনর্বিবেচনার সময় দেখা যায় ৫ হাজার ৪৯২ জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোজেনগ্রেন পরামর্শ দেন, "পৃথিবীজুড়ে মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়া ওজন বৃদ্ধির সম্যসা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

কম বয়সে রূপচর্চা করুন

বিশের ঘরে যাদের বয়স তাদের ত্বকে আলাদা উজ্জ্বলতা থাকে। তবে এ বয়সে অনিয়মটাও বেশি হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বক। ২০ থেকে ২৯-এর মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করার বা ব্যবহার করার আগ্রহ বেশি থাকে। তাছাড়া রাত জাগা, ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যাস, পুষ্টিকর খাবার এইড়য়ে চলা, ইত্যাদি কারণে ত্বক প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে ত্বকে ব্রণের সমস্যাও বেশি হয়ে থাকে। তাই সময় থাকতে ত্বকের যত্ন নেওয়া গেলে ত্বকে বয়সের ছাপও পড়বে দেরিতে। রূপচর্চাবিষয়কটি একটি ওয়েবসাইটে এই বয়সে রূপচর্চার কিছু দিন তুলে ধরা হয়। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ ত্বকে সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বের হওয়ার একটি বড় ভুল। এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বাইপে পা রাখা ঠিক হবে না। আই স্ক্রিম ব্যবহার ঃ আই ক্রিমের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকেই এড়িয়ে চলেন। তবে বয়সের চাপ প্রথমেই পড়তে শুরু করে চোখের চারপাশের ত্বকে। তাই বলিরেখা এবং চোখের কালি দূর করতে আইক্রিম বা সিরাম ব্যবহার করা উচিত। ভালো মানের সিরাম ব্যবহারে চোখের ফোলাভাবও কমবে। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সিরাম ঃ শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের কেমলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব।

আগরতলায় ভুটানিরা শীতবস্ত্র বিক্রি জন্য ঘর তৈরিতে ব্যস্ত। ছবি ঃ নিজস্ব

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়ুসক্ষেত্রের উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ কেন্দ্রের, অরুণাচল প্রদেশে গুচ্ছ ঘোষণা করে বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ

পাসিঘাট (অরুণাচল প্রদেশ), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়ুস ক্ষেত্রের উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাঁর মন্ত্রক। এরই অঙ্গ হিসেবে অরুণাচল প্রদেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন আয়ুস, বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

আজ শনিবার পাসিঘাটে অবস্থিত উত্তরপূর্ব আয়ুর্বেদ এবং লোকঔষধি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। আজ মন্ত্রী উত্তরপূর্ব আয়ুর্বেদ এবং লোকঔষধি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫৩.৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে ৩০ আসনের একটি নতুন আয়ুর্বেদিক কলেজ এবং ৬০ শয্যা বিশিষ্ট একটি নতুন আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অতিরিক্ত ৮৬টি নিয়োগ সৃষ্টি হবে বলেও জানান সনোয়াল। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এই জায়গায় একটি অ্যাকাডেমিক ব্লক, একটি ছাত্রাবাস, একটি ছাত্রীনিবাস এবং একটি স্পোর্টসকনপ্লেক্স স্থাপন করার পরিকল্পনা তাঁর দফতরের রয়েছে।

পরে এখানে উপস্থিতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, লোকঔষধ হল পরম্পরগত বিশ্বাস এবং লোকপ্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লোকঔষধের বহু প্রচলন রয়েছে। যা বিজ্ঞানসম্মত এবং বৈদিক যুগ থেকে চলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ঈশ্বর প্রদত্ত এই সব ঔষধির সংরক্ষণ এবং শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছি। এর জন্য এই অঞ্চলে একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতার স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পেরে আনন্দ বোধ করছি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়ুস খণ্ডের বিস্তার প্রসঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রী বলেন, এতদঞ্চলে আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করা ছাড়াও আঞ্চলিক কাঁচা ওযুধের গুদাম ও সংগ্রহালয়, আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সাজসরঞ্জামের সুবিধা, আধুনিক পঞ্চকর্ম চিকিৎসা এবং গৰেষণা কেন্দ্র ও প্যারা-মেডিক্যাল শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন করে উত্তরপূর্ব আয়ুর্বেদ ও লোকঔষধী গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের আয়ুস মন্ত্রালয়ের অধীনস্থ এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৪০ হেক্টর ভূমি জুড়ে এই প্রতিষ্ঠান ২০০৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশেষ প্রাধান্য প্রদানের মাধ্যমে দেশের লাভালাভের জন্য পরম্পরাগত (ট্রেডিশনাল) স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন ঘটাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিধান, লোকজ্ঞান, পরম্পরাগত জ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে থেরাপিজনিত দ্রব্যের উন্নয়ন, আইপিআর আইনের বলে পরম্পরাগত জ্ঞানের সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহের বহনক্ষম ব্যবহার ও জৈব বিভিন্নতা ইত্যাদি অন্যতম।

অন্ধ্রের দুর্যোগে মৃত বেড়ে ১৭, নিখোঁজ শতাধিক, সহযোগিতার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

অমরাবতী, ২০ নভেম্বর (হি.স) : অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবল বর্ষণে ১৭ জনের মৃত্যু হল। বন্যার জলে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ শতাধিক মানুষ। দুর্যোগ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে রায়লসীমা অঞ্চলে। শুধু কাড়াপা জেলাতেই মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। মন্দির শহর তিরুপতিতে শয়ে শয়ে পুণ্যার্থী জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। এদিকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত কাড়াপা বিমানবন্দর বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের জেরে শুক্রবার থেকে রাজ্যের রায়লসীমা অঞ্চলের তিন জেলা ও একটি উপকূলীয় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। সেই পূর্বাভাস মিলিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় কাড়াপা, অনন্তপুর, চিত্তোর ও কুরনুল জেলায়। গতকালই চেয়ুরু নদীর জল লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। যার পর কাড়াপা এবং অনন্তপুর এলাকার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, বর্ষণে তিরুমালা মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় অসংখ্য পুণ্যার্থী সেখানে আটকে পড়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্পোরেশনের তিনটি বাস বৃষ্টির জলে ভেসে যায়। অধিকাংশ যাত্রীকে উদ্ধার করা গেলেও জলের তোড়ে ১২ জন যাত্রী ভেসে গিয়েছেন। পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল হওয়ায় রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকালের পাশাপাশি বায়ুসেনার বিমান নামানো হয়েছে উদ্ধার কাজে। জানা গিয়েছে রাজ্যের রায়লসীমা অঞ্চলের একাধিক জেলার সড়ক পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু জায়গায় রেল লাইনের উপর দিয়ে বইছে জল। ফলে রেল যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে। বিমান পরিষেবাতেও প্রভাব পড়েছে।

মৃত কৃষকদের ১ কোটি করে ক্ষতিপূরণ দিন, মোদীকে চিঠি বরুণ গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স) : বেশ কয়েক মাস যাবৎ দলের বিরুদ্ধে একাধিকবার মুখ খুলেছেন পিলভিটের সাংসদ বরুণ গান্ধী। বিজেপি শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে এ বার কৃষি আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন বরুণ। চিঠিতে মৃত কৃষকদের ১ কোটি করে ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করতে আইন আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

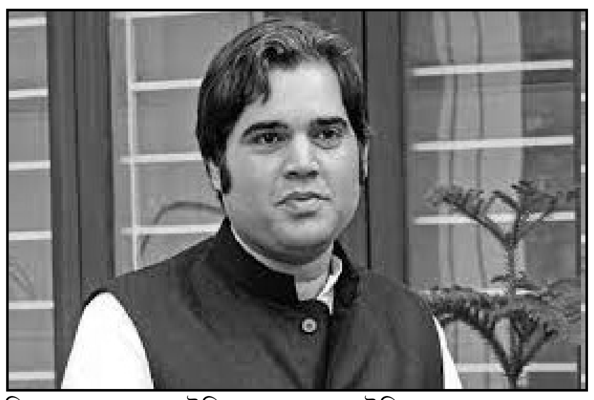

এদিনের চিঠিতে লখিমপুর খেরির ঘটনাকে হৃদয় বিদারক এবং গণতন্ত্রের উপর একটি কালো দাগ বলে অভিহিত করে, পিলভিটের সাংসদ বরুণ গান্ধীও দাবি করেছেন, অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বরুণ গান্ধী মোদীকে অনুরোধ করেছেন, যত তাড়াতাড়ি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে একটি আইন আনা উচিত। কৃষকদের অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। কৃষকদের আন্দোলনে নিহত ৭০০ কৃষকদের প্রত্যেকের জন্য ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। লখিমপুর হিংসার ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবিও জানানো হয়েছে চিঠিতে।

প্রধানমন্ত্রীর কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণার পর টুইটে বরুণ লিখেছিলেন, কৃষকরা বৃষ্টি, ঝড় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়েছেন। এজন্য কৃষকদের অভিনন্দন জানাতে হবে। উপযুক্ত সময়ে কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এই আন্দোলনে প্রাণ দেওয়া ৭০০ কৃষকের জীবন বাঁচানো যেত। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি সহজে তাদের জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য ক্ষতিপূরণের কথাও লেখেন।

‘খেলা হবে’ ধ্বনি শুনলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : কলকাতায় থাকলে প্রতিদিনই নিউ টাউনের ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে যান পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সময়ে অসময়ে সেখান থেকে তিনি নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের তাঁর নিজস্ব অভিমতও জানান। আর তার জেরেই অভিযোগ উঠছিল দিলীপবাবু রাজনীতির স্বার্থে এই পার্ককে ব্যবহার করছেন। যদিও তা নিয়ে কোথাও যেমন নালিশ জমা পড়েনি প্রশাসনের স্তরেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সেই ইকো পার্কেই দিলীপকে শুনতে হল ‘খেলা হবে’ শ্লোগান। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ইকো পার্কে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ যখন প্রাতঃভ্রমণে করছিলেন তখন তাঁর আশেপাশে ‘খেলা হবে’ স্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে বেশ কয়েকজনকে হাঁটতে দেখা যায়।

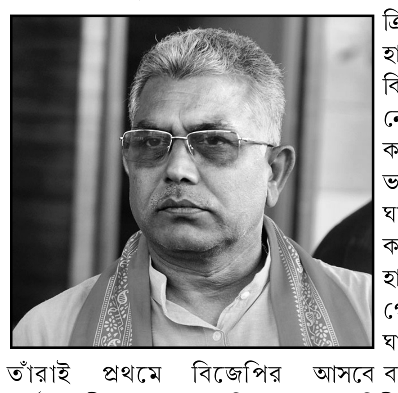

তাঁরাই প্রথমে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতিকে সুপ্রভাত জানান। তার পর তাঁরা দিলীপ ঘোষকে লক্ষ্য করে ‘খেলা হবে’ স্লোগান দেন। সূত্রের দাবি, এরা রাজারহাট নিউটাউনের তৃণমূল যুব সভাপতি আফতাবউদ্দিনের লোক। এরা শুধু শ্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ত্রিপুরায় তৃণমূলের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে একহাত নেন তাঁরা। ওই তৃণমূল কর্মীদের দাবি, বিজেপি ভয় পেয়ে বারবার ত্রিপুরায় ঘাসফুল শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা করছে। খুব শীঘ্রই গোয়া, ত্রিপুরাতেও ঘাসফুল শিবিরই ক্ষমতায় আসবে বলেও আশাবাদী তাঁরা। তবে দিলীপবাবুও মুখ বুঁজে ধ্বণি শোনেননি। তিনিও পাল্টা জবাব দেন ‘ত্রিপুরায় কাপ হবে’ বলে। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রাতঃভ্রমণের সময় টি-শার্টেও রাজনীতির ছোঁয়া মিলেছে। গত ডিসেম্বরে ‘সব বেচে দে’ লেখা টি-শার্ট পরে ইকো পার্কে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। তার পালটা হিসাবে ‘যমের দুয়ারে সরকার’ টি-শার্টও পরে প্রাতঃভ্রমণ সারেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কিন্তু এদিন কার্যত ধ্বণি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দুই রাজনৈতিক দলের এই কাণ্ডকারখানায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট ইকোপার্কে মর্নিংওয়াকে আসা নিউটাউন ও আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা সাত সকালে রাজনীতির এই পারদ চড়ায় কার্যত নাখুশ। তাঁদের দাবি, সকালের এই সময়টা তাঁরা নিজেদের মতো একান্তে কাটাতে চান। সেখানে নানান মতের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতাও হয়। সেই সময় রাজনীতির এহেন অনুপ্রবেশ না হলেই ভাল।

বাংলাদেশে ফের হিংসার ছক ! মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে গ্রেফতার যুবক

হবিগঞ্জ, ২০ নভেম্বর (হি.স) : স্থানীয় হিন্দুরা সজাগ থাকায় ফের সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন থেকে রক্ষা পেলেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। কুমিল্লার মত একই ছকে মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে হাতেনাতে ধৃত মুসলিম যুবক।

শুক্রবার বাংলাদেশের হবিগঞ্জ শহরের চৌধুরী বাজারে অবস্থিত এক মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে ধরা পড়ে বছর ২৫-এর এক যুবক। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুজোর সময় পুজো মণ্ডপে কোরআন রেখে এসে সেই দোষ সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চাপানোর একটি ছক কষা হয়েছিল বাংলাদেশে।

সেই সময় আক্রান্ত হয়েছেন বাংলাদেশের বহু হিন্দু ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। সেই হামলার জ্বলন্ত স্মৃতির মধ্যেই কুমিল্লার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে। এবার ঘটনাস্থল হবিগঞ্জ। জানা গিয়েছে কুমিল্লার মত একই ছকে হবিগঞ্জ শহরের এক মন্দিরে কোরআন রেখে আসার ষড়যন্ত্র করেছিল বছর ২৫-এর এক মুসলিম যুবক। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, যুবকের নাম মিজান।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে এক সন্দেহভাজন যুবককে মণ্ডপের আশেপাশে ঘোরাঘুরি দেখেন তাঁরা। এরপরই সেই যুবককে নজরে রাখছিলেন স্থানীয়রা। যুবক একটি ব্যাগ নিয়ে যেই মণ্ডপে ঢোকার চেষ্টা করে, তখনই তাকে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে খুঁজে একটি কোরআন মেলে মিজানের ব্যাগ থেকে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মিজান নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার লুয়াইতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় হিন্দুরা সজাগ থাকায় মৌলবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হলেও এই ঘটনায় ফের আতঙ্কিত এলাকার সংখ্যা লঘু হিন্দুরা।

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আহমেদাবাদে ভ্যান ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে মৃত ৫, প্রাণে বাঁচলেন ৩ জন

আহমেদাবাদ, ২০ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে যাত্রীবোঝাই ভ্যান ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। দুর্ঘটনায় ৩ জন প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটিই ঘটেছে আহমেদাবাদ জেলার ভালানা গ্রামের কাছে ভাটামান থেকে ভাবনগর যাওয়ার রাস্তায়। মৃতদের মধ্যে দু’’জন মহিলা রয়েছেন। আহতদের খাম্ভাটের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোঠ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ভ্যানে চেপে আনন্দ জেলার খাম্ভাটে যাচ্ছিলেন ৮ জন। ভ্যানটি রাস্তার ভুল দিক থেকে যাওয়ার কারণে ভালানা গ্রামের কাছে ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের, আহত অবস্থায় ৪ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার হলে পরে একজনের মৃত্যু হয়। আহত অবস্থায় ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আপাতত বিদায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি টুইটে জল্পনা বাড়ালেন তথাগত

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ছোট্ট একটি টুইট, তাতে স্পষ্ট করে লেখা, ’আপাতত বিদায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি।’ এই টুইটটি করেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথাগত রায়। তথাগতবাবুর এই টুইটে নানা ধরনের জল্পনা ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে। তাহলে কী বিজেপি ছাড়ছেন প্রবীণ এই রাজনীতিক? উঠছে নানা প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই অনেক নেতা-নেত্রী বিজেপি-ত্যাগ করেছেন, পদ্মশিবির ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে সামিল হয়েছেন তাঁরা। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এবার বঙ্গ বিজেপির চিন্তা বাড়ালেন তথাগত।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ভরাডুবির পর থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক টুইট করেছিলেন তথাগত রায়। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক-সহ বিভিন্ন নেতা এবং তাঁদের কাজকর্মকে নিশানা করেছিলেন তিনি।

ভোটের আগে বিভিন্ন অভিনেত্রীদের দলে নেওয়ার বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। তথাগতর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে মুখ খুলেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এমতাবস্থায় শনিবার সকালে টুইটে তথাগত লিখেছেন, ‘কারুর কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য আমি টুইটগুলো করছিলাম না। দলের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক যেভাবে কামিনী-কাঞ্চনে গা ভাসিয়েছিলেন সেটা সম্বন্ধে দলকে সজাগ করার জন্য করছিলাম। এবার ফলেন পরিচীয়তে। পুরভোটের ফলের জন্য প্রতীক্ষায় থাকব। আপাতত বিদায়, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি!” এর পরই তথাগতের দল ছাড়া নিয়ে জল্পনা জোরদার হয়েছে।

রবিতে বৈঠকে বসছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা, এমএসপি-সহ নানা বিষয়ে হবে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে, আন্দোলন এখন প্রত্যাহার করেননি অন্নদাতারা। কৃষকরা সকলেই এখন খুশি। এমতাবস্থায় রবিবার বৈঠকে বসছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন কৃষক নেতা গুরনাম সিং চারুনি। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার সংযুক্ত কিসান মোর্চার বৈঠকে এমএসপি-সহ নানা বিষয়ে হবে আলোচনা।

কৃষক নেতা গুরনাম সিং চারুনি বলেছেন, এমএসপি, কৃষকদের নামে মামলা এবং কৃষকদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (কেন্দ্রের থেকে)-সহ নানা বিষয়ে রবিবারের বৈঠকে আলোচনা হবে। শনিবারই বৈঠকে বসেছিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা কোর কমিটি। এদিনের বৈঠকেও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এমন রাজ্য চাই যেখানে প্রতিদিনই হবে শিশু দিবস, শিশুরাই গড়তে পারে নতুন বিশ্ব : শিবরাজ

ভোপাল, ২০ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্ব শিশু দিবসে শিশুদের দ্বারা তৈরি একটি ক্যালেন্ডার উন্মোচন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শিবরাজ জানালেন, তিনি এমন একটি রাজ্য তৈরি করতে চান যেখানে প্রতিদিনই হবে শিশু দিবস। শিশুরাই তো গড়তে পারে নতুন

বিশ্ব। প্রতিবছর ২০ নভেম্বর দিনটি বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিনই ভোপালে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারা তৈরি একটি ক্যালেন্ডার উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, ’এমন রাজ্য চাই যেখানে প্রতিদিনই হবে শিশু দিবস। এই সমস্ত শিশুরাই সম্পদ ও নির্দেশনা দিয়ে গড়তে পারে নতুন বিশ্ব।’

দৈনিক সংক্রমণ ওঠা-নামা করছে ভারতে, মৃত্যু কমে গেল অনেকটাই

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ওঠা-নামা করছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই কমে গেল মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৩০২ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬৭ জনের।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৭৮৭ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.২৯ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ২৪,৮৬৮-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,৭৫২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১০, ৩০২ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৪৫, ১০,২২৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ১৫,৭৯,৬৯,২৭৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৫,৩৪৯ জন (১.৩৫ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৭৮৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৯, ০৯,৭০৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৯ শতাংশ।

ভারতে টিকাকরণ ১১৫.৭৯-কোটির বেশি ২৪ ঘন্টায় ১০.৭২-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১৫.৭৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ৫৯ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৫,৭৯, ৬৯,২৭৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩১ জনকে।

ভারতে ৬৩.০৫-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১০,৭২,৮৬৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৩,০৫, ৭৫,২৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,৭২,৮৬৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৩০২ জন।

টিকা নেওয়ায় অনীহা! বিভিন্ন রাজ্যে অব্যবহারে পড়ে আছে ২১ কোটি ডোজ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে করোনা টিকার মোট ১২৯ কোটি ডোজ পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ২১ কোটি ৬৫ লাখেরও বেশি টিকা অব্যবহৃত থেকে গিয়েছে। সেই ডোজ এখনও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে পড়ে রয়েছে। মূলত করোনার টিকা নিতে অনেকের মধ্যেই অনিহা দেখা দিচ্ছে আর তার ফলেই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে টিকা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক শুরু থেকেই বলে আসছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে করোনা টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে এবং দেশের নিবিড় টিকাকরণকে আরও প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর। মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "করোনার টিকাকরণ প্রক্রিয়াকে সর্বজনীন করতে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে দেশের ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকদের দ্বারা উৎপাদিত ভ্যাকসিনের ৭৫ শতাংশ সংগ্রহ করে এবং বিনামূল্যে সরবরাহ করবে।"

এখনও সংক্রমণের নিরিখে কেরলে সংক্রমণ সর্বোচ্চ। সেই রাজ্যে একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৫ হাজার ৭৫৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ২০৪ জনের। এরপরই রয়েছে মহারাষ্ট্র। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণ ৯০৬ জনের শরীরে হদিশ মিলেছে ভাইরাসের। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। মহারাষ্ট্রের পরে রয়েছে কর্নাটক। সেই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪২। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। আর তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭২ জন।

বিগত তিন থেকে চার মাসের পরিসংখ্যান লক্ষ করলে দেখা যাবে দেশের বাকি রাজ্যগুলির তুলনায় উত্তর প্রদেশে কিন্তু করোনা সংক্রমণ যথেষ্ঠ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজ্য হওয়ার দরুণও সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু অনেক নিয়ন্ত্রিত।গত ২৪ ঘণ্টায় সেই রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ জন। কারও মৃত্যু হয়নি। রাজধানী দিল্লিতে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৩০২ জন। গতকাল সেই সংখ্যাটা ছিল ১১ হাজার ১০৬ জন। চলতি সপ্তাহে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল মৃত্যু। কেরলেও সংখ্যাটা কম ছিল। এরপর হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪০০ গণ্ডি ছাড়ায়। গত ২৪ ঘণ্টায় সেই সংখাটা একধাক্কায় কমে ২৬৭ হয়েছে।

২৬ নভেম্বর বঙ্গের প্রতিটি ব্লক ও জেলা সদরে সমাবেশ করবে সংযুক্ত কৃষক মোর্চা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর(হি.স.) :২৬ নভেম্বর রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও জেলা সদরে পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত কৃষক মোর্চা সমাবেশ করবে। শনিবার মোর্চার সমিতি এ কথা জানিয়েছে।

তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তের উদযাপন করা হবে সমাবেশে। এই প্রাথমিক জয় ও বাকি দাবিগুলি উর্ধে তুলে ধরে সমাবেশ সংগঠিত হবে। ওই দিন কলকাতায় ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে দুপুর ২ টোয় জমায়েত হবে। সমাবেশ চলবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। তারপর মিছিল যাবে মৌলালি পর্যন্ত।সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, এই সমাবেশ ও মিছিলে পশ্চিমবাংলার সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি, ছাত্রছাত্রী, মহিলা ও যুব সংগঠন সহ সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে সক্রিয়ভাবে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার ১৭ জনের নয়া পরিচালন সমিতি তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রায় ৭০০ জন কৃষকের মৃত্যু ও সরকারের চরম কুৎসা ও দমনকে মোকাবিলা করে এক বছর ধরে চলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন ও কৃষকদের পাশে ব্যাপক দেশবাসীর সংহতি আন্দোলনের চাপে মোদী সরকার শেষ পর্যন্ত পিছু হঠেছে। পরিচালন সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংসদে এই আইন প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দেশ জুড়ে আন্দোলন চলবে। জনবিরোধী কৃষি আইন তিনটি প্রত্যাহারের কথা বললেও সমস্ত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা আইন প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত করা বা বিদ্যুৎ আইন বাতিলের প্রশ্নে কোনও সদুত্তর এখনও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যব্যাপী সরকারের ঋণশিবির, ১৭৬ পড়ুয়াকে দেওয়া হল ক্রেডিট কার্ড

কলকাতা, ২০ নভেম্বর(হি.স.) : শনিবার রাজ্যব্যাপী সরকারের ঋণশিবিরে ১৭৬ পড়ুয়াকে দেওয়া হল ক্রেডিট কার্ড।

নবান্ন থেকে সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "শনিবার কলকাতা সহ রাজ্যের জেলা/মহকুমা স্তরে ১৭৬টি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ঋণ মঞ্জুরি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পিএনবি, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ইউকো এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির মতো রাজ্য / জেলা স্তরের আধিকারিকরা উৎসাহের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

আজ একদিনে ১১ হাজারেরও বেশি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড/অস্থায়ী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে, ৩ হাজার শিক্ষার্থীকে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের চিঠি সহ স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। ৮ হাজারেরও বেশি অস্থায়ী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৮০ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী ঋণ অনুমোদন শিবিরগুলি ১ জানুয়ারী (ছাত্র দিবস উদযাপনে) অনুষ্ঠিত হবে। ২০ হাজারেরও বেশি চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেখানে।"

শিশু পাচার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর '১৬-র কমিটির রিপোর্ট পেশের দাবি সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : শিশু পাচার নিয়ে ২০১৬ তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি কমিটির রিপোর্ট পেশের দাবি করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

হাওড়ায় একটি শিশুকেন্দ্র থেকে শিশুপাচারের অভিযোগ শনিবার প্রকাশ্যে আসে। গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে। এর পর তিনি টুইটে লেখেন, "শিশু বিক্রি এবং পাচারের রমরমা এরাজ্যে। এবার অভিযোগ হাওড়ায়। ঘটনার পিছনে প্রভাবশালী চক্র।ডেপুটি মেয়রের পরিবার যুক্ত! যথাযথ ব্যবস্থা হবে কি? শিশু পাচারে ২০১৬ তে মুখ্যমন্ত্রী কমিটি গড়েছিলেন বিধানসভায়। সে কমিটির রিপোর্ট কোথায়? পেশ হয়েছে? না ধামাচাপা দিয়েছেন- মাননীয়া?"

অপর একটি টুইটে এ দিন তিনি একহাত নিয়েছেন বিজেপি-কে। লিখেছেন, "দেশে বিধানসভাগুলির মোট এমএলএ ৪,১৩৯ জন। বিজেপির ১৫১৬ জন।এর দুই তৃতীয়াংশই মাত্র ৬ টা রাজ্যে। ২৯ রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৬ টিতে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১০ এর কম বিধায়ক ১০ রাজ্যে। লোকসভা ভোটের পর প্রায় সব রাজ্যেই বিজেপির ভোট এবং সমর্থন কমেছে ব্যাপক। সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বিজেপি।"

সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর। ।সমাজের আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন ও তাদের স্বাবলম্বী করার দিশায় বর্তমান সরকার সমবায়কে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ ৬৮তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সাবম মহকুমার মনুবাজার বসন্ধরা বনচেতনা কেন্দ্রে এক আলোচনাচক্রে সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল একথা বলেন। সমবায় মন্ত্রী সমবায়ের পতাকা উত্তোলন এবং মঙ্গলদ্বীপ জালিয়ে 'সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক নিবেশ, ডিজিট্যালাইজেশন ও সামাজিক মাধ্যমে প্রয়োগ' শীর্ষক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে বলেন, সমবায় হচ্ছে একটি আন্দোলন। সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর হবার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিঃ এর চেয়ারম্যান কমলকান্তি সেন ও সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমবায় উপ নিয়ামক বিজয় কুমার রায়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত ও সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ দাস, এমডিসি কংজং মগ। সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বীরচন্দ্রনগর ও পতিছড়ি ল্যাম্পস, লিলাগড় চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতির হাতে সেরা সমবায় সমিতির পুরস্কার তুলে দেন। শুভঙ্কর বণিক, বিপ্লব দত্ত এবং তমাল ত্রিপুরার হাতে ব্যাঙ্ক লোনের চেক তুলে দেন। সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম-অনন্যা সরকার, দ্বিতীয়-অতনু ভৌমিক এবং ত'তীয়-দেবজিত গোস্বামীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে বক্তব্য রাখেন সাতচাঁদ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র মজমদার। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ল্যাম্পস, প্যাকস ও সমবায় সমিতির সদস্যরা আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গোমতী জেলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর। ।গোমতী জেলায় আজ জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অরুণ কুমার রায়, গোমতী জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়।

নিলামবাজারে করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মীলনীর দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মীলনীর দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন আগামীকাল রবিবার নিলামবাজারে অনুষ্ঠিত হবে। স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যানিকেতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আয়োজিত অধিবেশনকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

জেলার ২৫৪ জন প্রতিনিধি ওই অধিবেশনে যোগ দেবেন। রামকৃষ্ণনগর শিক্ষা খণ্ডের অধীন ১৭টি কেন্দ্রের ৬০ জন প্রতিনিধি, পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের অধীন ১৯টি কেন্দ্রের ৫৩ জন, বদরপুর শিক্ষা খণ্ডের অধীন ১১টি কেন্দ্রের ২৬ জন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের অধীন ১৮টি কেন্দ্রের ৫৭ জন, উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের অধীন ১০ কেন্দ্রের ৩৭ জন এবং শহর খণ্ডের অধীন চারটি কেন্দ্রের ১৭ জন প্রতিনিধি রবিবারের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন।

অধিবেশনে আগামী দু-বছরের জন্য নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হবে। এই কর্মসমিতির সভাপতি, উপ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, রাজ্য প্রতিনিধি পদগুলোতে একাধিক দাবিদার রয়েছেন। তাই এই পদগুলোতে নির্বাচন করতে হচ্ছে। পদগুলোর পদাধিকারী নির্বাচনের জন্য পুরো প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এদিন সকাল নয়টা থেকে অধিবেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। প্রতিনিধি শিবির থেকে শুরু করে সম্মিলনীর বর্তমান কর্মসমিতির শেষ সভা, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ, প্রকাশ্য সভা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে। সব শেষে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। এর পর থাকবে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা। সম্মিলনীর প্রাক্তন সভাপতি আবিদুর রহমান চৌধুরী প্রতিনিধি শিবির উদঘাটন করবেন। সম্মিলনীর পতাকা উত্তোলন করবেন বর্তমান জেলা সভাপতি নজমুল হুসেন চৌধুরী। প্রকাশ্য সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কালিগঞ্জ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সরজিৎ কুমার দাস। এছাড়া সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, পাঁচ বিধায়ক যথাক্রমে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, সিদ্দেক আহমদ, আব্দুল আজিজ, কৃষ্ণেন্দু পাল, বিজয় মালাকার সহ জেলার সকল শিক্ষা খণ্ডের অধিকারিকগণ অতিথি হিসেবে থাকবেন।

পর্বত আরোহণে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান পেলেন বাংলার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : পর্বত আরোহণে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান পেলেন বাংলার পর্বতারোহী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০২১ সালের "নয়ন সিং-কিশান জীবনকৃতী সম্মান" পেলেন তিনি।

২৩ বছর বয়সে পর্বতারোহণ শুরু করেছিলেন বাংলার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৫ সালে পাহাড় জয়ের নেশা লেগেছিল দেবব্রতর। শেষ ৩৬ বছরে ভারতীয় হিমালয়ে একাধিক পর্বতারোহণে অংশ নেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাউন্ট ভাগীরথী-টু (২১৫১৪ ফুট, ২০০১ সাল), মেনথোসা (২১১৩৩ ফুট, ২০০৫ সাল), উজা তিরচি (২০১২০ ফুট, ২০০৫ সাল), কালিন্দি (২০৩৪৩ ফুট, ২০০৭ সাল) ও ভাগীরথী-থ্রি (৬৪৫৪ মিটার, ২০১৫ সাল)। এছাড়াও রয়েছে তিরিশের ওপর শৃঙ্গ। যার স্বীকৃত স্বরূপ ৫৯ বছর বয়সে এসে পেলেন পর্বত আরোহণে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান। ইন্ডিয়ান মাউনটেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন ২০২১ সালের "নয়ন সিং-কিশান জীবনকৃতী সম্মান" তুলে দিয়েছে দেবব্রতর হাতে

দেবব্রত মাউন্ট এভারেস্টে গিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব রিজ রুট ধরে। প্রবীণতম ভারতীয় হিসাবে ওই পথ ধরে এভারেস্টে পা রাখার নজির গড়েন তিনি। বাঙালি এই পর্বতারোহী কিলিমাঞ্জারো, মাউন্ট ব্লাঁ, অ্যাকনকাগুয়া, এলব্রাস ও মাউন্ট ডেনালি অভিযানেরও চেষ্টা করেন। দেবব্রত একাধিক নতুন পথের দিশা দেখান পানপাতিয়া হিমবাহ ও চৌখাম্বা কোলের দিকে। ধুয়ানগান কোল, মালানা হিমবাহ ও অ্যানিমাল পাস ধরে মানালি থেকে মণিকরণ যাওয়ার নতুন রুট বার করেন দেবব্রত।

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ-২০২১ পুরস্কারে ভূষিত হাইলাকান্দি পুরসভা

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : দেশের উত্তরপূর্ব ভারতের মধ্যে 'সেরা উদ্ভাবন ও সেরা অনুশীলন'-এর শহরের স্থান পেয়েছে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার অন্তর্গত হাইলাকান্দি। দেশের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ-২০২১-এর পঁচিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা-বিশিষ্ট শহরের তালিকায় হাইলাকান্দি। ফলে উত্তরপূর্ব ভারতের মধ্যে এই জনসংখ্যা-বিশিষ্ট ছোট্ট শহর হাইলাকান্দি পুরসভাকে পুরস্কারে সম্মানিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অবশ্যই স্বচ্ছতার জন্য।

২০ নভেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি পুরসভার বড়বাবু শান্তনু দেব এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান)-এর হাইলাকান্দি পুরসভার সিটি প্রোজেক্ট অফিসার ইব্রাহিম লস্কর 'বেস্ট সিটি ইন ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাক্টিসেস' (সেরা উদ্ভাবন ও সেরা অনুশীলন) পুরস্কার সমঝে নিয়েছেন। তাঁদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র (আইএএস), কেন্দ্রের স্বচ্ছ ভারত মিশন, নগর (এসবিএম, আরবান)-এর মিশন অধিকর্তা তথা যুগ্মসচিব রূপা মিশ্র (আইএএস)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের নগরোন্নয়ন মন্ত্রীও।

পুরস্কার হাতে নিয়ে উৎফুল্লিত হাইলাকান্দি পুরসভার হেড সুপারিনটেনডেন্ট শান্তনু দেব শনিবার রাতে নতুন দিল্লি থেকে ফোনে জানিয়েছেন, আজকের দিন গোটা হাইলাকান্দির জনগণের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের দিন। উত্তরপূর্ব ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র হাইলাকান্দি পুরসভাকে বিরল এই সম্মানে ভূষিত করেছে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও কেন্দ্রের স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) আরবান। ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার জনবসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ও স্বচ্ছ ভারত মিশন (নগর)। 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ-২০২১'-এর সার্ভেতে হাইলাকান্দি পুরসভা দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে। এই পুরসভা এলাকাকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে শহরবাসীর ভূমিকা অপরিসীম। পুরসভাকে যাবতীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পুর সদস্যরা। ফলস্বরূপ, কেন্দ্রীয় সরকার হাইলাকান্দি পুরসভাকে এই সম্মানে ভূষিত করেছে। এই কৃতিত্বের দাবিদার জনগন ও পুরবোর্ড সহ পুরসভার আধিকারিক ও সর্বস্তরের কর্মীরা। তবে হাইলাকান্দির নাগরিকদের আশীর্বাদ থাকায় এই পুরস্কার পেতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যের প্রান্তিক শহর ১৬ সদস্য বিশিষ্ট হাইলাকান্দি পুরসভা, তা-ও জানাতে মোটেই ভুলেননি বড়বাবু শান্তনু দেব।

মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩৩ জন, মারা গেছেন ১৫ জন

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার নতুন করে মহারাষ্ট্রে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন ৮৩৩ জন, যেখানে গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জন রোগী মারা গেছেন। মুম্বইতেবর্তমানে চিকিতা চলছে ৩৩৭৮ রোগীর। রাজ্যে মোট ১০২৪৯ জন করোনা রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে।

শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, রাজ্যে আজ ২,২৭১ জন করোনা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৬,৪৫,৯৪,২১০ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৬,২৯,৫৭৭ জনকে সংক্রমিত পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত ৬৪ভ৭৪,৯৫২ জন আক্রান্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১,৪০,৭২২ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

করে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীদল এমনটাই অভিযোগ করেন স্বামী। এই অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্তে নামে গোমতী জেলা পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এবং রাধাকিশোরপুর থানা এবং কিল্লা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

আগামী কাল তাদের কোর্টে প্রেরণ করা হবে। অপরদিকে অপহৃত আলেনী সকি জমাতিয়াকে উদ্ধার করে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা মহকুমা। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর কে পুর থানায় সেকেন্ড অফিসার দেবব্রত বিশ্বাস। কেস নং ১৭৯ /২০২১, ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে ৩৯৭,৩৬৭,৪০০। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকগন।

পরিবার

● **প্রথম পাতার পর**

কমিটির মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় নতুন দুজনকে নিয়োগ করা হবে। তাদের মধ্যে মোবারক আলীর পুত্রবধূ সায়না বেগম এবং একই এলাকার বাসিন্দা মনোয়ারা বেগমের নাম সিদ্ধান্ত হয়। তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেওয়া হয় স্কুল কমিটির পক্ষ থেকে। তারপর স্কুল কমিটি থেকে বলা হয় চলতি মাসের উনিশ নভেম্বর শুক্রবার থেকে তারা কাজে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু দেখা যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মনোয়ারা বেগমের কাছে কাজে যোগ দেওয়ার বৈধ কাগজ আসলেও ভূমি দাতা মোবারক আলীর পুত্র বধূ সায়না বেগমের নামে লিখিত কোন কাগজপত্র আসেনি। তথাপিও সায়না বেগম শুক্রবারে স্কুলের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য দক্ষিণ কদমতলা এস বি স্কুলে আসেন।কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সায়না বেগমকে কাজে নিতে অস্বীকার করেন।কারন সায়না বেগমের কাছে রাঁধুনির কাজে যোগদানের বৈধ কোন কাগজপত্র নেই।

ঠিক তখন এসএমসি কমিটি থেকে বাদ দেওয়া বয়স্কা পুরাতন রাঁধুনি মমতা বেগম পুনরায় শুক্রবার থেকে কাজে যোগদান করেন।দেখা দেয় চরম বিড়ম্বনা। অবশেষে আজ সকাল বেলা ভূমি দাতা মোবারক আলীর পুত্র বধূ সায়না বেগম রাঁধুনির চাকরির দাবিতে উক্ত স্কুলের অফিস রুমে তালা ঝুলিয়ে দেন। ঘটনার খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কদমতলা থানার পুলিশ ও স্কুল কমিটি। ছুটে আসেন দক্ষিণ কদমতলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি গনও। দীর্ঘক্ষণ স্কুলের অফিস রুমে তালা বন্দি থাকার পর কদমতলা থানার পুলিশ ও সানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি গন ভূমি দাতা মোবারক আলী ও তার পুত্র বধূকে আশ্বস্ত করেন যে, আগামী বুধবার স্কুল কমিটির সাথে আলোচনা ক্রমে ঘটনাটি মিমাংসা করবেন। তাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অফিস রুম তালা মুক্ত হলেও মোবারক আলী তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বুধবারের ভেতর যদি এই সমস্যার নিরসন না হয় তাহলে স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধে বসবেন।

সুপারি

● **প্রথম পাতার পর**

জানান, বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা হবে। তিনি জানান, অবৈধভাবে বার্মিজ সুপারি পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে মিনি ট্রাকের চালক মণীষ কুমার এবং খালাসি অর্জুন সরকারকে। চালকের বাড়ি পাটনা এবং খালাসি আগরতলার বাসিন্দা।

মিন্টু শীল জানান, মূলত ট্রাকটিতে অন আর্মি ডিউটি সেঁটে আগরতলা থেকে সেনাবাহিনীর জনৈক আধিকারিকের আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বার্মিজ সুপারিগুলি ধর্মনগর থেকে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। আগামীকাল ধৃতদের করিমগঞ্জের আদালতে সোপর্দ করা হবে, জানান চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল।

জনতা

● **প্রথম পাতার পর**

নাবালিকা কন্যার চিতার শুনে সকলে দৌড়ে গেছেন এবং সাধুদের আটক করেছেন। তাঁদের আরো দাবি, পুলিশের তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

এ-বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড অফিসার গোবিন্দ দাস জানিয়েছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই সাধুরা শান্তিনগর এলাকায় তাঁদের এক ভক্তের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তদন্তক্রমে বেরিয়ে আসবে।

এলাকাবাসী সূত্রে খবর, ওই ৪ সাধু সহ তাঁদের গাড়ির চালক গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর স্থিত লোকনাথ সেবা মন্দির আশ্রমে রাত্রিযাপন করেছিলেন। তাঁদের ত্রিপুরা সফরের পেছনে আদৌ কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা পুলিশী তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে গ্রামবাসীরা আশাবাদী।

মৃতদেহ

● **প্রথম পাতার পর**

রেলওয়ে পুলিশ ছুটে আসে এবং মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসে।এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায় সে প্রায়সময় মদ্যপ অবস্থায় থাকতো।এ নিয়ে মৃতের পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকতো।অপরদিকে পানিসাগর থানা এবং রেলওয়ে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত কার্য অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ সুত্রে জানানো হয়,মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে গোটা এলাকা জোরে শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

কর্মীদের

● **প্রথম পাতার পর**

নিগমটি বেসরকারিকরণ করার পর থেকে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে গ্রাহক ও অস্থায়ী কর্মচারীদের। ফেডকো সংস্থার হাতে দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে সমস্যা বেড়ে গেছে বলে জানায় অস্থায়ী কর্মচারীরা। বিগত দুমাস ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে ফেডকো সংস্থার অস্থায়ী কর্মচারীদের। বহুবার সংস্থার আধিকারিকদের জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে শনিবার আমবাসা বিদ্যুৎ অফিসে তালা দেয় অস্থায়ী কর্মচারীরা। পরে উর্দতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়ে তালা খুলে দেয় অস্থায়ী কর্মচারীরা

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের যুব নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

ক্যানিং, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : বাড়ির সামনেই তৃণমূলের যুব নেতা তথা নিকারিঘাটা অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি। মহরম শেখকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

বাড়ির সামনেই কার্যত মহরম শেখকে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। দুটি গুলি লাগে মহরমের শরীরে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে আততায়ীদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনতে পেরেছে মহরম ও তার পরিবারের সদস্যরা। সেই সূত্র ধরেই আততায়ীদের খোঁজ করছে ক্যানিং থানার পুলিশ। দলীয় কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার খবর পেয়ে ক্যানিং পশ্চিম এর বিধায়ক পরেশ দাস ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক শওকাত মোল্লা ক্যানিং হাসপাতালে আসেন। এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন দুজনেই।

উল্লেখ্য মাস কয়েক আগেই মহরম এর উপর গুলি চলার ঘটনা ঘটেছিল। সেবার তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। বিষয়টি যুব তৃনমূলের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এ বিষয়ে কোনোরকম পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই এ দিনের ঘটনা ঘটলো বলে অভিযোগ করেছেন ক্যানিং পশ্চিম এর বিধায়ক পরেশ রাম দাস।

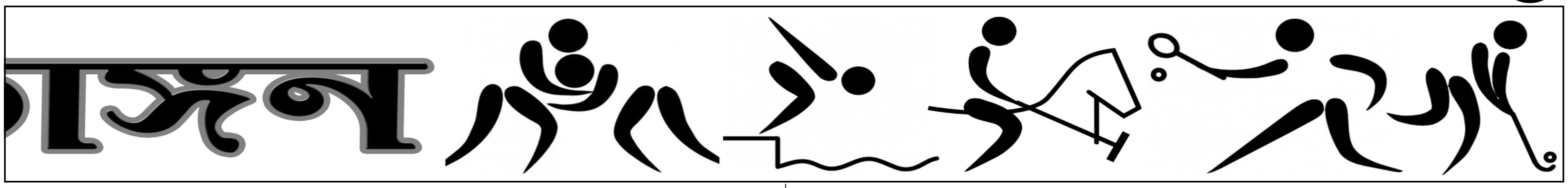

আমিরশাহির টি-২০ লিগে এবার দল কিনলেন শাহরুখ খান

দুবাই, ২০ নভেম্বর (হি.স) : আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং সিপিএল-এ ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের পরে এবার আরও একটি দল কিনলেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হতে চলা এমিরেটস টি-২০ লিগে একটি দল কিনেছেন তিনি। যদিও সেই দলের কী নাম তা এখনও জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, ছ'দলের এই টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই পাঁচটি দল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। শাহরুখ ছাড়া সেখানে দল কিনেছে আইপিএল-র আরও দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি। তারা হল মুকেশ অম্বানীর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও কিরণ কুমার গান্ধীর দিল্লি ক্যাপিটালস। যদিও কিরণ ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে দল কিনেছেন। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির আর এক অংশীদার পার্থ জিন্দল সেখানে দল কেনেননি।

এছাড়া অর্থলগ্নি সংস্থা ক্যাপ্রি গ্লোবাল ও বিগ ব্যাশের ফ্র্যাঞ্চাইজি সিডনি সিক্সার্সও দল কিনেছে সেখানে। ষষ্ঠ দলটি কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফুটবল ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আইপিএল-এও দল কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছিল এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সেখানে দরপত্রে পিছিয়ে থাকায় ক্লাবের মালিকানা পায়নি তারা। এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, দুবাই শাহরুখের কাছে দ্বিতীয় ঘরের মতো। সেখানে শাহরুখ একটা ব্র্যান্ড। তাই সেখানে টুর্নামেন্টে তিনি দল কিনবেন, সে বিষয়ে তাঁরা আগে থেকে নিশ্চিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটা হওয়ায় খুশি তাঁরা।

আগামী ৩ ডিসেম্বর ফের ব্যাট হাতে নামবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স) : আগামী ৩ ডিসেম্বর আবার ব্যাট হাতে ইডেনের বাইশ গজে খেলতে নামবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবেন বিসিসিআই সভাপতি। আসলে আগামী ৪ ডিসেম্বর কলকাতায় বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই সভাতে যোগ দিতে বোর্ড কর্তারা দু''দিন আগেই পৌঁছে যাবেন। আর বার্ষিক সভার ঠিক আগের দিন অর্থাত ৩ ডিসেম্বর ক্রিকেটের নন্দন কাননে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেখানেই ব্যাট হাতে দেখা যাবে সৌরভকে। আগামীকাল রবিবার ইডেনে ফিরছে ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। আর রবিবারের ম্যাচের পরও ইডেনে ক্রিকেট আমেজ যে জিইয়ে থাকবে, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। সদা ব্যস্ত বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আজও ব্যাট হাতে কতখানি তুখড়, তা দেখবে ক্রিকেটপ্রেমীরা। আবারও ব্যাট হাতে ২২ গজে ধরা দেবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্টেপ আউট করে বলকে গ্যালারিতে পাঠিয়ে বাপি বাড়ি যা শট দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ক্রিকেট ভক্তরা। আবারও ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারের ব্যাটিং দেখার সুযোগ পাবেন তাঁর অনুরাগীরা। গত বছরও আহমেদাবাদে বোর্ড কর্তাদের এরকম একটা ম্যাচ হয়েছিল। এবার সেই ম্যাচই আয়োজিত হবে ইডেনে।

রবিবার নানা রঙের আলোয় সাজবে ইডেন

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ ২০ মাস পর ইডেন গার্ডেন্সে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। শনিবার সেখানে তাই ব্যস্ততা তুঙ্গে। রবিবার সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো মাঠে ৭০ শতাংশ দর্শকও থাকবে। তবে করোনা বিধির জাঁতাকলে আয়োজনে তেমন জাঁকজমক থাকছে না। এই প্রসঙ্গে সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া বলেন, 'বিসিসিআই'এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। তাই এবার কোনও চমকের উপায় নেই।' তবে ম্যাচের দিন ক্রিকেটের নন্দনকাননকে নানা রঙের আলোয় সাজানো হবে। এছাড়া থাকবে ডিজে মিউজিকের ব্যবস্থা। লেজার শোয়ের কথাও ভাবা হচ্ছে। করোনার ভীতি কাটিয়ে গত দু'বছরে প্রথমবার ইডেনমুখী হবেন সমর্থকরা। স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএবি।

সামাজিক দূরত্ব বজায়ের জন্য দর্শক আসনে নতুন ম্যাপিং হয়েছে। তিনটি আসনের পর একটি আসন ফাঁকা থাকবে। থার্মাল গান দিয়ে তাপমাত্রা মাপার পরই দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি মিলবে। এছাড়া প্রত্যেককে দু'টি মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেওয়া হবে। পানীয় জল আগের মতো পাউচেই মিলবে। মাঠকর্মীদের সবারই ডবল ভ্যাকসিন রয়েছে। এছাড়া ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে তাঁদের আরটিপিসিআর টেস্ট হবে। এদিকে, রাঁচি থেকে শনিবার দুপুরে শহরে পৌঁছবে দু'দল।

ক্রিকেটের উত্তাপ বাড়িয়ে শহরে পৌঁছলেন রোহিত শর্মা, টিম সাউদিরা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স) : আগামীকাল রবিবার কলকাতা ইডেন গার্ডেন্সে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের শেষ টি-২০ ম্যাচে। তার আগে ক্রিকেট জ্বরে কাঁপছে কলকাতা। শনিবার দুপুরে পা রাখল ভারত, নিউজিল্যান্ড দুই দলের ক্রিকেটাররা।

রাঁচি থেকে বিশেষ বিমানে কলকাতায় পৌঁছলেন রোহিত শর্মারা। প্রায় দু বছর পর কলকাতায় আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসেছে।

কোভিডের চোখ রাঙানির মাঝে বায়ো বাবলের মধ্যে থাকা ক্রিকেটারদের বদলে যাওয়া চিত্র দেখল বিমান বন্দর। উতুখ মানুষের ভিড় ছিল বিমান বন্দরের বাইরে। এবার সেখান দিয়ে না বেড়িয়ে বিমান বন্দরের ভিতর থকেই দুই দলের ক্রিকেটারদের গ্রিন করিডোর দিয়ে টিম বাসে করে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হল।

শুক্রবারই রাঁচিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টি-২০ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরে নিয়েছেন রোহিত শর্মারা। ইডেনে ৩-০-র লক্ষ্যে নামবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু আগেরদিন ম্যাচ খেলার জন্য শনিবার আর কোনও অনুশীলন নেই ভারত, নিউজিল্যান্ড কোনও দলেরই।

রবিবার ম্যাচের দিন সরাসরি মাঠে আসবেন দু দলের ক্রিকেটাররা। নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি গোটা ইডেন গার্ডেন্স জুড়ে। টিমবাস থেকে ইডেনের মূল ফটক দিয়ে এবার সাজঘরের দিকে যাবেন না রোহিত শর্মা, টিম সাউদিরা। ক্লাব হাউসের ঠিক পাশের গেট দিয়ে ঢুকবে টিম বাস। সেখান থেকে মাঠ দিয়ে সাজঘরে ঢুকবেন ক্রিকেটাররা।

চিনে শীতকালীন অলিম্পিক্স বয়কট করার কথা ভাবছে ব্রিটেনও !

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স) : বেজিংয়ের ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণেই এবার ২০২২ সালে চিনে অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিক্স বয়কট করতে পারে ব্রিটেনও। সম্প্রতি বেজিংয়ের শীতকালীন অলিম্পিক্স বয়কট করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এবার একই পথে হাঁটতে চলেছে ব্রিটেন।

উইঘুর মুসলিমদের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিনের উপর চাপ বাড়িয়ে শীতকালীন অলিম্পিক্স কূটনৈতিক বয়কট করার কথা ভাবছে ব্রিটেন বলে দাবি করেছে রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা স্পুটনিক। 'টাইমস'কে উদ্ধৃত করে স্পুটনিক জানিয়েছে, উইঘুরদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা উইন্টার অলিম্পিক্স বয়কট করার পক্ষে সওয়াল করেছেন ব্রিটেনের বিদেশ সচিব লিজ ট্রাস। ফলে মনে করা হচ্ছে অলিম্পিক গেমস চলাকালীন বেজিংয়ে কুটনীতিকদের পাঠাবে না বরিস জনসন সরকার।

আগামী ৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শীতকালীন অলিম্পিক্স। রাজধানী বেজিংয়ের পাশাপাশি হেইবেই প্রদেশের ঝ্যাংজিয়াকউ এবং পার্বত্য অঞ্চল ইয়াংকিঙে হবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বেজিংই একমাত্র শহর যেখানে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন, দু'রকম অলিম্পিকেরই আসর বসবে।

উল্লেখ্য, প্রথামাফিক অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দল পাঠায় আমেরিকা। কিন্তু এবার তা করবে না ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক বয়কটের অর্থ হল, আমেরিকার ক্রীড়াবিদেরা শীতকালীন অলিম্পিক্সে অংশ নেবেন। কিন্তু বাইডেন সরকারের কোনও প্রতিনিধি অলিম্পিক্সের আসরে হাজির থাকবেন না। একইভাবে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরাও এবার বেজিংয়ে থাকবেন না বলেই খবর।

রবিবার ৩-০ করার লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া ইডেনের পিচ দেখে খুশি দ্রাবিড়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স) : রাঁচিতেই সিরিজ জয় হয়ে গিয়েছে। ইডেনে ৩-০-র লক্ষ্যে নামার আগেও একটুও ফাঁক রাখতে চাননা কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তাই বিমান বন্দর থেকে টিম বাসে করে রোহিত শর্মারা যখন টিম হোটেলের দিকে রওনা দিয়েছিলেন, তখন মাঝপথে হঠাত ইডনের পিচ দখতে ছুটে এলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর ও বোলি কোচ পরশ মাম্বরে। তার আগেই ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের কাছে কোচের আসার খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

কয়েক মিনিট ইডেনের পিচ পরিদর্শনের পরই ইডেন থেকে বেড়িয়ে টিম হোটেলের উদ্দেশে রওনা দেন রাহুল দ্রাবিড়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইডেন উইকেটের হাল হকিকত জেনে নিলেন সুজন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। উইকেট দেখে সন্তুষ্ট রোহিত শর্মাদের কোচ। তবে শিশিরের প্রভাব যে থাকবে সেটাও জেনে নেয়ে সেভাবেই স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবেন তিনি। তবে সিরিজ ৩-০ করতে টস জিতলে রোহিত শর্মারা যে ফিল্ডিং নেবেন তা বলাই বাহুল্য।

রবিবার নামছে লাল-হলুদ, ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফুঁসে উঠলেন কোচ দিয়াস

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স) : গতবারের ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া এসসি ইস্টবেঙ্গল। আগের আইএসএল-এ নবম স্থানে শেষ করেছিল লাল-হলুদ বাহিনি। প্রথম ম্যাচের আগে তাদের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। তারপরেই ডার্বি খেলতে নামবে তারা। তবে ডার্বি নিয়ে এখন একেবারেই ভাবতে নারাজ এসসি ইস্টবেঙ্গলের কোচ জোসে ম্যানুয়েল দিয়াস। শনিবার ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফুঁসে উঠলেন লাল-হলুদ কোচ। তিনি বলেন, "আমরা জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলব। ডার্বি নয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য প্রথম ম্যাচে জেতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-মরসুম প্রস্তুতিতে আমরা সন্তুষ্ট। প্রথম ম্যাচে তাই ভাল খেলতে মুখিয়ে রয়েছি। ইতিহাস অনেক কথাই বলবে। কিন্তু এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার জন্যেও আমরা তৈরি।"

CORRIGENDUM

PNIeT No:- 26/EE/DWS-112021-22
DNIT No: 53/EE/DWS-I/2021-22

Name of Work: "Water supply arrangement in the complex of Govt. Quarter Type-I near GB TOP, 79-Tilla /Construction of 150 mm X 100 mm dia SBDTW in the complex of Govt. quarter Type-1 near GB TOP, 79-Tilla under DWS Kunjaban, Agartala during the year 2021-22 (Deposit work)."

Due to unavoidable circumstances, the date of submission of application, Date of selling of tender form and submission of above tender circulated vide this office Memo No.F.12(3)/EE/DWS-I/7065-104 Dated 08-10-2021 is hereby extended up to 24-11-2021, 26-11-2021 and 29-11-2021 respectively.

Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala Tripura (W).

ICA-C-2685/2021-22

PNIeT No. 246-261 /EE/DWS/BLG/2021-22 dated 18/11/2021

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 10/12/2021 for construction of 16 Nos. 20,000 Gallon capacity RCC ground water reservoir with pump house, laying of pipe line & installation of pump & motor in/c construction of SBDTW in Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA-C-2686/2021-22

কোভিড পরিস্থিতির কারণে বদলে যাচ্ছে ক্রিকেটারদের প্রবেশপথ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ দু'বছর পর ইডেন গার্ডেন্সে ফিরছে ক্রিকেট। রবিবার ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ আয়োজিত হচ্ছে ঐতিহ্যশালী এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তবে কোভিডের পরিস্থিতির কারণে ক্রিকেটারদের মেনে চলতে হবে অনেক নিয়ম।

জানা গিয়েছে, প্রতি বার ম্যাচের আগে যে রকম মূল প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে ক্রিকেটাররা সাজঘরে চলে যান, এ বার সে রকম দেখা যাবে না। এর প্রধান কারণ, ক্রিকেটাররা জৈবদুর্গে রয়েছেন। বিভিন্ন নিয়ম তাঁদের মানতে হচ্ছে। যে হেতু ম্যাচের দিন মূল প্রবেশপথের সামনে ইচ্ছুক সমর্থকদের ভিড় থাকে, তাই সেই জায়গা দিয়ে ক্রিকেটারদের প্রবেশ করানো ঝুঁকির হয়ে যাবে।

সে কারণেই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভেবেছে সিএবি। শোনা যাচ্ছে, ১৭ নম্বর গেটের পাশে একটি অস্থায়ী গেট তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে ইডেনে প্রবেশ করে ক্রিকেটাররা সরাসরি ড্রেসিংরুমে চলে যাবেন। সেটিকে 'অতি নিরাপত্তা'যুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, ওই প্রবেশপথের ধারেকাছে সাধারণ মানুষকে যেতে দেওয়া হবে না।

আগে ম্যাচের দিন ক্রিকেটাররা স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে তাঁদের উদ্দেশে চিৎকার করে সমর্থন জানাত আমজনতা। সেই সুযোগ এই কোভিড পরিস্থিতিতে মিলবে না বলেই জানা গিয়েছে। ফলে এ বার সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO, EE-IED/PWD/AGT/49/2021-22 dated 20/11/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on **04/12/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	**DRAFT NIT No: CE(Buildings)/PWD/ DNIT/ACE/Project Unit/42/2021-22**	₹ 181,70,511.00	₹ 1,81,705.00	**18 (eighteen) months**

Last date and time for document downloading and bidding is on **04/12/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **04/12/2021,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-2687/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার আগরতলায় সিপিএম প্রার্থীর ভোট প্রচারে সভায় যোগ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

রাজস্থানে পাইলটের উড়ানের আগে ইস্তফা দিল গোটা মন্ত্রিসভা

জয়পুর, ২০ নভেম্বর (হি.স) : মন্ত্রিসভায় রদবদলের ২৪ ঘন্টা আগেই রাজস্থানে বড়সড় নাটকীয় পরিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ক্যাবনেটের সমস্ত মন্ত্রীই শনিবার ইস্তফা দিলেন। প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। আর এর পরই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, রাজস্থানের গেমচেঞ্জার হিসেবে উঠে আসতে পারেন সচিন পাইলট। ক্যাবিনেটে জায়গা করে নিতে পারেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অশোক গেহলটের ক্ষমতা হ্রাস হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যেই দলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর গুন। রাজস্থান কংগ্রেসের নেতারা একে একে দেখা করেছেন কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে। এই তালিকায় রয়েচেন অশোক গেহলটও। তিনিও ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে। তবে গোটা ক্যাবিনেটের পদত্যাগে আগামীদিনে রাজস্থানে তাঁর অবস্থান যে নড়বড়ে হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সে ক্ষেত্রে সচিন পাইলটের প্রায় হাফ ডজন ঘনিষ্ঠ জায়গা করে নিতে পারেন রাজস্থানের মন্ত্রিসভায়।

বর্তমানে রাজস্থান ২১ জন মন্ত্রী রয়েছেন। আরও নয় মন্ত্রীর চেয়ার খালি রয়েছে গেহলট সরকারে। রাজস্থান মন্ত্রিসভার সদস্য হরিশ চৌধুরি, রঘু শর্মা ও গোবিন্দ সিং দোতাসরা একে একে তাঁরা দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে নিজেদের ইস্তফা পত্র জমা দিয়েছেন। দলের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নয়, বরং প্রশাসনিক পদ ছেড়ে দলীয় সংগঠনে কাজ করার ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন গেহলট ক্যাবিনেটের ওই তিন মন্ত্রী।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসেই হরিশ চৌধুরিকে পঞ্জাব কংগ্রেসের ইনচার্জ পদে নিয়োগ করা হয়। তারপর থেকেই তিনি মন্ত্রী পদ ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বাকি দুই মন্ত্রীও একই কারণ দেখিয়ে ইস্তফা জমা দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধীর কাছে। সচিন পাইলট বিগত এক বছর ধরে যে গুরুত্বপূর্ণ পদের দাবি জানিয়ে এসেছেন, এ বার সেই দাবি পূরণ করা হতে পারে বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাংলাদেশে ফের হিংসার ছক! মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে গ্রেফতার যুবক

হবিগঞ্জ, ২০ নভেম্বর (হি.স) : স্থানীয় হিন্দুরা সজাগ থাকায় ফের সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন থেকে রক্ষা পেলেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। কুমিল্লার মত একই ছকে মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে হাতেনাতে ধৃত মুসলিম যুবক। শুক্রবার বাংলাদেশের হবিগঞ্জ শহরের চৌধুরী বাজারে অবস্থিত এক মন্দিরে কোরআন রাখতে এসে ধরা পড়ে বছর ২৫-এর এক যুবক। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় পুজো মণ্ডপে কোরআন রেখে এসে সেই দোষ সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চাপানোর একটি ছক কষা হয়েছিল বাংলাদেশে। সেই সময় আক্রান্ত হয়েছেন বাংলাদেশের বহু হিন্দু ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। সেই হামলার জ্বলন্ত স্মৃতির মধ্যেই কুমিল্লার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে। এবার ঘটনাস্থল হবিগঞ্জ। জানা গিয়েছে কুমিল্লার মত একই ছকে হবিগঞ্জ শহরের এক মন্দিরে কোরআন রেখে আসার ষড়যন্ত্র করেছিল বছর ২৫-এর এক মুসলিম যুবক। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, যুবকের নাম মিজান।

ফের প্রকাশ্যে সিধুর ‘পাকিস্তান প্রীতি’, ভিডিও টুইট করে কংগ্রেসকে আক্রমণ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ‘বড় ভাই’ বলে সম্বোধন করে ফের বিতর্কে কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধু । কর্তারপুর গুরুদ্বারে পুজো দিতে গিয়ে সেখানে ইমরানকে ‘বড় ভাই’ বলে সম্বোধন করেন সিধু। শুধু তাই নয় আলিঙ্গন করেন পাকিস্তানের সরকারি আধিকারিককেও। শনিবার এই ভিডিও টুইট করে কংগ্রেসের ‘পাকিস্তান প্রেম’ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির নেতা অমিত মালব্য।

টুইটারে সিধুর ভিডিওটি পোস্ট করেন অমিত মালব্য লেখেন, “রাহুল গান্ধীর প্রিয় নভজ্যোত সিং সিধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে নিজের বড় ভাই বলে সম্বোধন করছেন। শেষবার তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল বাজওয়াকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।” আরও লেখেন, “গান্ধী পরিবার প্রাক্তন অমরিন্দর সিংয়ের বদলে পাকিস্তানপ্রেমী সিধুকে বেছে নেবে, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?”

ভিডিওতে দেখা যায়, পাকিস্তানের সরকারি আধিকারিকরা সিধুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের পৃথক স্থানে নির্বাচনী জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। পুর পরিষদের নির্বচনের দিনক্ষন যতই এগিয়ে আসছে উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর এলাকাতে প্রচার অভিযান চলছে জোর কদমে। শনিবার ধর্মনগর পুর পরিষদের ভারতীয় জনতা পার্টির ৬ নং আসনের মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতি রুপালি অধিকারীর সমর্থনে এবারে প্রচারে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্নিকন্যা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক ।শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ৬ নং আসনের প্রার্থী রুপালি অধিকারীর সমর্থনে নির্বাচনী এলাকায় এক সভার আয়োজন করা হয়। তারপর সেখান থেকে পুর পরিষদের পঁচিশ জন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ধর্মনগর মজদুর সংঘের জেলা অফিসের সামনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,বিরোধী দল গুলির কাছে কোন ইস্যু নেই ।ফলে তারা শাসক বিজেপি দলের বিরোদ্ধে মিথ্যাচারে মেতে উঠেছে। তিনি বলেন,কেন্দ্রী সরকার এবং রাজ্য সরকার উন্নয়ন মুলক কাজের ফলে রাজ্যের গ্রাম থেকে শহর উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, সিপিআইএম আমলে রাজ্যের জনগনকে শুধু কেন্দ্রীয় বঞ্চার গান শুনতে হয়েছে। এই সরকারের আমলে যেমন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতে হয় না, তেমনি সরকারি কোন সাহায্যর জন্য পার্টি অফিস ও মিছিলে হাঁঠতে হয় না। দিতে হয় না চাঁদাও। কেন্দ্রী মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ছাড়াও এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্যে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্দু সেন। সহ বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব ধর্মনগর মন্ডল কমিটির সভাপতি শ্যামল নাথ প্রমূখ।

বিলোনীয়ায় নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ নভেম্বর।। শনিবার বিকালে বিলোনিয়া কালিনগর মটরষ্ট্যান্ডে হয় নির্বাচনী জনসভায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে হয় নির্বাচনী জনসভা, । আসন্ন পূর পরিষদ নির্বাচনে বিলোনিয়া পূর পরিষদের ১৭ টি ওয়ার্ডের সমর্থনে হয় নির্বাচনী সভা, মূখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক , বিজেপি মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার , জেলাপরিষদের সহ সভাপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, সহ মণ্ডলের কার্য্যকর্তা গন। মূখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার বক্তব্যে বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মুখী কাজগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের বিজেপি মনোনীত ১৭ জন প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান রাখেন ।এছাড়াও তিনি বলেন বর্তমান সরকারের সময়ে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন হয়েছে অনলাইনের অ্যামাজনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে বিক্রি হচ্ছে তাদের উৎপাদিত পণ্য ।এদিনের নির্বাচনী জনসভায় ২১২ পরিবারের ৬৯৭ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। তাদের কে দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দরা।

বিলোনীয়াতেও কৃষক সভার কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ নভেম্বর।। শনিবার দুপুর একটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন সারাভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলার সম্পাদক মিহির পাটারি, মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব সুবল রায়, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, গনমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক গোপাল রিয়াং কৃষক নেতা মানিক মহাজন ।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন সারাভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে ৫০০ কৃষক সংগঠন ২০২০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তিনটি টি কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের সমবেত হয়েছিল। গত এক বৎসর অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সাময়িক বিজয় ঘোষিত হয়েছে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ।সেকারণে দিনটি আমাদের কাছে খুশির আবার বেদনারও এ জয় অর্জিত হয়েছে ৭৬৫ জন কৃষকের প্রানের বিনিময়ে তাতে শুরুতে তাদের শ্রদ্বার সাথে স্মরন করছি ।আন্দোলন কে বানচাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বহুধরনের কর্মসূচী নিয়েছেকিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগনই শেষ কথা বলে ।আমাদের মৌলিক দাবি গুলি আমরা চাই তা কার্যকরী করা হোক। আগামী ২৬ শে নভেম্বর কৃষক আন্দোলনের একবৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা দেশ ওরাজ্যের সাথে বিলোনিয়া ও সকল অংশের জনগনকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করা হবে ।ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া সমাজ ব্যাবসার পরিবর্তন করা যাবেনা ।কৃষক সভার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলো বলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

স্কুটি দূর্ঘটনায় গুরুতর চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। নিজের স্কুটি নিয়ে বিশালগড় থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাবার পথে বিশালগড় উত্তম ভক্ত চৌমুনী এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এক ব্যক্তি। তাতে তিনি আহত হন।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে পথদুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। শনিবার উত্তম ভক্ত চৌমুহনীতে একটি গাড়ির ধাক্কায় স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তির গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ বিশালগড় থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাবার পথে উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় পেছন দিক থেকে গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে স্কুটিকে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুলাল পদক নামে স্কুটি চালক গুরুতর ভাবে আহত হন। ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৬ বছর ।বাড়ি আগরতলা এলাকায়। স্থানীয় পথ চলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে। তারা ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দিনের-পর-দিন বিশালগড় বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলছে এ ধরনের দুর্ঘটনা। এদিকে বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটে দপ্তরে ফাঁকা হয়ে গেছে ।দুই একজন ছাড়া কোনো কর্মী নেই। সঠিক নজরদারির অভাবে রাস্তাঘাটে ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। পুলিশ দিনের পর দিন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছে। স্থানীয় লোকেদের একটাই দাবি বিশালগড় ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়।

মুড়াসিং পাড়ায় ঐতিহ্যবাহী রাস মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ নভেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুড়াসিং পাড়ায় সূচনা হলো মুড়াসিং হদা হুকম তের ২০২১। মুরাসিং উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় ।শান্তির বাজার মহকুমার মুড়াসিং পাড়ায় এতিহ্যবাহী রাস মেলাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও মেলার আয়োজন কর হয়। শুক্রবার রাত্রি আনুমানিক ৮ টা ৩০মিনিট নাগাদ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার উদ্ভোধন করেন টিটিএডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া।

উদ্ভোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, এম ডি সি দেবজিৎ ত্রিপুরা, রাম গোপাল মুড়াসিং, অশ্বীনি কুমার মুড়াসিং, সুনিল মুড়াসিং সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে মেলা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা। বক্তাদের বক্তব্য শেষে মেলায় দেওয়া সরকারি স্টলগুলির উদ্ভোধন করা হয়। পরবর্তী সময় অনুষ্ঠান মঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা শ্রদ্ধার শহিত হরিচাঁদ গোস্বামীর মন্দিরে পূজা দেন। মুড়াসিং পাড়ায় আয়োজিত মেলায় ব্যাপকহারে লোক সমাগম ঘটে।

কৃষকের ফসল নষ্ট করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। শুক্রবার গভীর রাতে চন্ডিকা আহির নামে এক কৃষকের লাউ ক্ষেত কেঁটে ধ্বংস করে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। এই ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর থানার হালহুলী পঞ্চায়েতের লালছড়ি গ্রামে। এই ঘটনায় লালছড়ি গ্রামে কৃষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ।কমলপুরের লালছড়ি গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রান্তিক কৃষক চন্ডিকা আহির। তিন কানি কৃষি জমি নিয়ে কোন রকমে মরশুমের ফসল করে বাজারে বিক্রি করে চলছে চন্ডিকা আহিরের সংসার। এবার উনার জমিতে লাউ চাষ করেছিলেন। লাউ ধরতে শুরু করছিল। শুক্রবার গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীরা চন্ডিকা আহিরের লাউ ক্ষেতে চড়াও হয়ে ৫৫ থেকে ৬০ টি লাউগাছ কেটে তুলে ফেলে দেয়। শনিবার ভোরে কৃষক চন্ডিকা আহির জমিতে গিয়ে দেখেন লাউ গাছ গুলির গুড়ি কাটা ও গুড়ি তোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সাথে সাথে তিনি ঘটনাটি জানান পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যদের। জানানো হয় কমলপুর থানায়। প্রান্তিক কৃষক চন্ডিকা আহির জানান উনি কোন রাজনৈতিক দল করেন না। কারোর সাথে কোন বিরোধ নেই। নেই গ্রামে কোরোর সাথে শত্রুতা। এরকম ক্ষতি কেন করল, কারা করল প্রান্তিক কৃষক চন্ডিকা আহির কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এই ঘটনায় কমলপুরের লালছড়ি গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে ।এ ধরনের জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চের প্রথম বৈঠকে জম্পুইজলা মহকুমার সংখ্যালঘু মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়ন এবং সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকাল ২ঘটিকায় প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে আলোচনা করেন নাগরিক অধিকার মঞ্চের সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসাইন পর্যায়ক্রমে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহ-সভাপতি দিদার হোসেন, খলিল মিয়া, সহ-সম্পাদক রিয়াদ হোসেন, হানিফ মিয়া আবুল হক, আব্দুল কাদির, মাওলানা আমির হোসাইন, মাওলানা বুরহান উদ্দিন, কোষাধক্ষ্য দুলাল মিয়া, বাবরু মিয়া সহ অন্যান্যরা। সভায় দীর্ঘ সময় আলোচনা ও পর্যালোচনা করে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী কিছুদিনের মধ্যে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক, জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিকট নিম্নলিখিত দাবি সমূহ উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমত সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রিমেট্রিক- পোস্ট ম্যাট্রিক কলারশিপ সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পেতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত এলাকায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঘর পাওয়ার বিষয়ে কমি-বেশি করা হয়েছে সে বিষয়ে জোরালোভাবে উত্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২৮ শে নভেম্বর রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় নাগরিক অধিকার মঞ্চের কার্যনির্বাহী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় মঞ্চের সমস্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার জন্য বিনম্রভাবে আবেদন করেন মঞ্চের সভাপতি মফিজ মিয়া ও সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসাইন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মহত্ত্ব বললেন ফড়ণবীস

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীস বলেন যে তিনটি কৃষি সংস্কার আইন প্রত্যাহার করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মহত্ত্ব। এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আগে কারো ছিল না।

শনিবার নাসিকে ফড়ণবীস সাংবাদিকদের বলেন যে যারা তিনটি কৃষি সংস্কার আইন প্রত্যাহারের অভিযোগ —পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন তারা কখনই কৃষকদের স্বার্থ চাননি। কংগ্রেস শাসনকালে কৃষি বাজেট ছিল মাত্র ৩৫ হাজার কোটি, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৩৫ হাজার কোটিতে। দেশের কৃষক জানে কে তার জন্য কাজ করছে। মহারাষ্ট্রের কৃষকরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃষকদের স্বার্থে তিনটি কৃষি আইন করেছিলেন, কিন্তু সবাই তাতে একমত হতে না পারায়, গণতন্ত্রকে সম্মান জানিয়ে তিনটি আইনই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ধর্মনগর পুর পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে একরাশ অভিযোগ তৃনমূল নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। বিজেপি দল স্বচ্চ নির্বাচন করতে ভয় পাচ্ছে,এর জন্য রিরোধি রাজনৈতিক দল গুলিকে প্রচার করতে দিচ্ছে না। তৃনমুল দলের সাংসদ স্মুমিতা দেব এমন অভিযোগ করেন ।শনিবার উত্তর জেলার ধর্মনগরের তৃনমুল কংগ্রেসের চারটি সভা করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের নিকট আবেদন করা হয়। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নানা টালবাহানা করে তাদের সভা করার অনুমতি দেয়নি ।এদিন ধর্মনগর তৃনমুল কংগ্রেসের কার্যালয়ে আহুত এক সাংবাদিক সন্মলনে সাংসদ স্মুমিতা দেব অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যে পৌর পরিষদ নির্বাচন করতে গিয়ে শাসক বিজেপি দল ভয় পাচ্ছে ।বিরোধি রাজনৈতিক দল গুলি যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে তারজন্য প্রশাসনকে কাজে লাগাছে ।স্বচ্ছ নির্বাচন হলে বিজেপি দল হেরে যাবে,তার জন্য তাদের শাসকের এত ভয় ।তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন,এদিন তাদের ধর্মনগর শহরে সভা ও মিছিল করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু প্রশাসন বিজেপির আঙ্গুলি হেলনে অনুমতি দেয়নি। এদিন তৃনমুল জেলা কার্যালয়ে দলের কর্মকতা এবং ধর্মনগর পৌর পরিষদের প্রার্থীদের নিয়ে ও সভা করেন সাংসদ। এদিনের সাংবাদিক সন্মলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে তৃনমুল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। এদিকে সুবল ভৌমিক অভিযোগ করে বলেন,তাদের প্রার্থীদের প্রচারে বাঁধা দিচ্ছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা। পাশাপাশি ভোটারদের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে যে,ভোটে না যাবার জন্য।

গোমতী জেলা হাসপাতালে রোগীর ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২০ শে নভেম্বর।। ২০১৩ সালের নির্বাচনের প্রাকলগ্নে তড়িঘড়ি করে ভোট পাওয়ার আশায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের উদ্বোধন করেন তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার। উদ্বোধনী মঞ্চে মানিক সরকার ঘোষণা করেছিলেন উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে একটি সুইও টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নেওয়া হবে না, কিন্তু কথায় এক রকম কাজে তার বিপরীত। টেপানিয়া জেলা হাসপাতাল উদ্বোধনের পর থেকে এক এক করে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে সব জিনিস টেপানিয়া নিয়ে আসার পথে তৎকালিন বিরোধী বিধায়ক ও তৎকালিন কংগ্রেস দলের আন্দোলনের ফলে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

টেপানিয়া জেলা হাসপাতাল জন্ম লগ্ন থেকে নানা সমস্যায় ধুকছে। জেলা হাসপাতালে দক্ষিণ ও গোমতী জেলার থেকে অনেক

রোগী দিনরাত পরিষেবা নেওয়ার জন্য আসছেন ।হাসপাতালে পরিষেবা নিতে এসে নানা ধরনের সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন রোগীর আত্মীয় পরিজন। কারণ হিসেবে বলা যায়, হাসপাতলে রোগীর সংখ্যা থেকে বেডের সংখ্যা কম। হাসপাতলে বিছানা কম থাকার কারণে বারান্দা থেকে শুরু করে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলিতে মেঝেতেই পরিষেবা নিতে হচ্ছে রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনরা। এতে করে রোগীর আত্মীয় সহ রোগী প্রায়শই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার জানিয়েছেন, এই হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা কম , যদি নার্সের সংখ্যা একটু বাড়ানো যেতো -তাহলে আরো একটু ভালো উন্নত পরিষেবা পেতে পারত রোগীর ও তার আত্মীয় স্বজনেরা। শীতকালে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে হাসপাতালে আসা রোগীর ও রোগীর আত্মীয়রা বারান্দায় শুয়ে চিকিৎসার পরিসেবা নিতে হচ্ছে চ। প্রশ্ন উঠছে এত বড় গোমতী জেলা টেপানিয়া হাসপাতালে যদি এরকম পরিষেবা নিতে হয় তাহলে মহকুমা হাসপাতালগুলি চিত্র কেমন রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। গোমতী জেলা হাসপাতালে যে বেডের সংখ্যা কম রয়েছে তা একেবারে ছবিতে জ্বলজ্বল করছে। যা দেখে অনেকেই হতবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তব সত্য বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোমতী জেলা টেপানিয়া হাসপাতলে। এখন দেখার বিষয় রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রোগীদের জন্য বিছানা সংখ্যা বাড়ানো হয় কিনা ? সে দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় জনগণ অবিলম্বে উন্নত পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েন সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।